বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

# অগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ ৬৩, সংখ্যা ০১, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৪২৬, সেপ্টেম্বর ২০১৯

এ সংখ্যায়


- অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ৭ম অনার্স প্রোগ্রাম, ফিল্ড ভিজিট অব ওয়ার্ল্ড স্কাউটস ফাউন্ডেশন উইথ বাংলাদেশ স্কাউটস
- FIRST NATIONAL ROVERMOOT (NEPAL)

- ৩য় ফটোগ্রাফি বিষয়ক বেসিক প্রশিক্ষণ কোর্সের সফল সমাপ্তি
- ভোলা
- বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় কবি নজরুল

- ছড়া-কবিতা
- ভ্রমণ কাহিনী
- স্কাউট সংবাদ


বাংলাদেশ স্কাউটস

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

# অগ্রদূত
AGRADOOT

বর্ষ ৬৩ ■ সংখ্যা ০৯
ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৬
সেপ্টেম্বর ২০১৯

**প্রধান উপদেষ্টা**
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

**সম্পাদক**
মোঃ আবদুল হক

**সম্পাদনা পরিষদ**
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
আখতারুজ জামান খান কবির
মোঃ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন
ফাহমিদা
মাহমুদুর রহমান
মাহবুবা খানম
মোঃ জিয়াউল হুদা হিমেল

**নির্বাহী সম্পাদক**
রাসেল আহমেদ

**সহ-সম্পাদক**
জন্মজয় কুমার দাশ
মোঃ আরমান হোসেন
মো. এনামুল হাসান কাওছার
জে এম কামরুজ্জামান
শেখ হাসান হায়দার শুভ

**চিত্রশিল্পী**
মতুরাম চৌধুরী

**প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স**
মোহাম্মদ মিরাজ হাওলাদার

**বিনিময় মূল্য**
বিশ টাকা

**বাংলাদেশ স্কাউটস**
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৭৫৫০১৯ (বিকাশ নম্বর)
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

**ই-মেইল**
bsagrodoot@gmail.com
pr@scouts.gov.bd

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

**ক্লিক করুন**
www.scouts.gov.bd

## সম্পাদকীয়

বর্ষার অবিশ্রান্ত বৃষ্টির রিমঝিম সুর যখন মনকে বিষন্ন করে তোলে, ঠিক তখন শরৎ তার স্নিগ্ধরূপ নিয়ে নীল আকাশে ঝলমল করে হেসে উঠে। মেঘশূণ্য নীলাকাশ প্রকৃতিকে দান করে প্রাণময়তা।

প্রিয় পাঠক, শরতের এই উজ্জ্বল দিনে আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুণ। শরৎ প্রতি বছর বাঙালির জীবনে নিয়ে আসে নতুন আবেদন ও আবহ। শরতকে বলা হয় শুভ্রতার প্রতীক ! সাদা কাশফুল, শিউলি, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, আলো-ছায়ার খেলা- এইসব নিয়েই তো শরৎ।

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ
আমরা গেঁথেছি শেফালীমালা
নতুন ধানের মঞ্জরি দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি বরণ ডালা
(বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর )

এবারের অগ্রদূতের প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জায় আমরা শরৎ কে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, যা পাঠকমনকে আবেগতাড়িত করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সেই সাথে থাকছে অধিক গুরুত্ববহ বিষয়ের উপর প্রতিবেদন এবং নিয়মিত সকল বিভাগ, ধারাবাহিক রচনা, ফিচার, চমৎকার ও প্রাসঙ্গিক আলোকচিত্রসহ গুরুত্বপূর্ণ স্কাউট সংবাদ।

অগ্রদূতকে পাঠকপ্রিয় করে প্রকাশ করাই আমাদের লক্ষ।

# সূচীপত্র


| | |
|---|---|
| অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ৭ম অনার্স প্রোগ্রাম, ফিল্ড ভিজিট অব ওয়ার্ল্ড স্কাউটস ফাউন্ডেশন উইথ বাংলাদেশ স্কাউটস | ৩ |
| বাংলাদেশ স্কাউটস এর সপ্তদশ প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত | ৪ |
| জোটা জোটি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক জোটা-জোটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত | ৫ |
| FIRST NATIONAL ROVERMOOT (NEPAL) | ৬ |
| ৩য় ফটোগ্রাফি বিষয়ক বেসিক প্রশিক্ষণ কোর্সের সফল সমাপ্তি | ৯ |
| জোলা | ১০ |
| জোকস | ১২ |
| বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় কবি নজরুল | ১৪ |
| স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি | ১৭ |
| ভ্রমণ কাহিনী | ২৫ |
| স্বাস্থ্য কথা | ২৭ |
| খেলা-ধুলা | ২৮ |
| তথ্য-প্রযুক্তি | ২৯ |
| ছড়া-কবিতা | ৩০ |
| সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ | ৩১ |
| স্কাউট সংবাদ | ৩২ |
| আপনার সন্তান কেন স্কাউটিং করবে? | ৪০ |



বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT


## অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

*অগ্রদূত* আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

**– সম্পাদক, অগ্রদূত**

**লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com, pr@scouts.gov.bd**
**ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস**
**৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।**

# অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ৭ম অনার্স প্রোগ্রাম, ফিল্ড ভিজিট অব ওয়ার্ল্ড স্কাউটস ফাউন্ডেশন উইথ বাংলাদেশ স্কাউটস

২৬-২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ ঢাকায় ৭ম অনার্স প্রোগ্রাম, ফিল্ড ভিজিট অব ওয়ার্ল্ড স্কাউটস ফাউন্ডেশন উইথ বাংলাদেশ স্কাউটস অনুষ্ঠিত হল। ফিল্ড ভিজিটে ওয়ার্ল্ড স্কাউটস ফাউন্ডেশন এর ১৬ জন স্কাউটার এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ২ জন প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ ছিলেন। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ ঢাকার ইন্টারকন্টিনেনটাল হোটেলের ক্রিস্টাল হলে উদ্বোধনী মাধ্যমে তাদের এই কার্যক্রম শুরু হয়।

২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিটে তাঁরা কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে পথশিশুদের নিয়ে স্কাউটিং কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। দুপুর ১২ টায় কমলাপুরে ব্রাহ্মপুত্র ও বুড়িগঙ্গা টিটিএল দল পরিদর্শন করেন। বিকাল ৪ টায় তাঁরা বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতর পরিদর্শন করেন এবং মত বিনিময় করেন।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ সকাল ১০ টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কাউটস এর গোল্ডেন রিবন প্রজেক্ট পরিদর্শন করেন। এ সময় তাঁরা ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের দেখেন। বিকাল ৫ টায় জাতীয় শিল্পকলা একাডেমিতে টিটিএল কালচারাল প্রোগ্রাম উপভোগ করেন অতিথিবৃন্দ। রাতে ফেয়ারওয়েল ডিনারের মাধ্যমে ৭ম অনার্স প্রোগ্রাম, ফিল্ড ভিজিট অব ওয়ার্ল্ড স্কাউটস ফাউন্ডেশন উইথ বাংলাদেশ স্কাউটস এর সমাপ্তি হয়।

■ প্রতিবেদন: রাসেল আহমেদ
সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং)
বাংলাদেশ স্কাউটস

# বাংলাদেশ স্কাউটস এর সপ্তদশ প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস এর উদ্যোগে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক গাজীপুরে ১২-১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণের অংশগ্রহণে সপ্তদশ প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ সন্ধ্যা ৭টায় ১৭তম প্রফেশনাল স্কাউট এর্ক্সিকিউটিভ কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কনফারেন্স উপদেষ্টা ও জাতীয় কমিশনার (সংগঠন), বাংলাদেশ স্কাউটস জনাব আখতারুজ জামান খান কবির, জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প) বাংলাদেশ স্কাউটস জনাব মো: মোহসীন, জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব মোহাম্মদ আমীর সাদ বিন শামছ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), গাজীপুর জনাব মোঃ আবু নাছার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), কালিয়াকৈর, উপ রেজিস্ট্রার, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কনফারেন্স পরিচালক ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠনে কনফারেন্স পরিচালক স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে কনফারেন্সের সার্বিক দিক তুলে ধরেন এবং বিগত ২০১৮-২০১৯ সালে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেন।। শুভেচ্ছা বক্তব্যে জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প) জনাব মোঃ মোহসীন লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের উদ্বৃতির মাধ্যমে প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণকে প্রথমে স্কাউটার এবং তার পরে প্রফেশনাল হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। কনফারেন্স উপদেষ্টা ও জাতীয় কমিশনার (সংগঠন) জনাব আখতারুজ জামান খান কবির মহোদয় তাঁর দিক নির্দেশনামূলক বক্তৃতায় প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণকে আরো চৌকষ ও দক্ষ হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান ২০১৭ সালে অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণের মধ্যে লং সার্ভিস ডেকোরেশন ও বার টু দি মেডেল অব মেরিট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন। তিনি প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে কনফারেন্স এর শুভ উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথি তার বক্তেব্যে স্কাউট এক্সিকিউটিভদের ইমোশনাল ইন্টিলিজেন্স বৃদ্ধি করা এবং পজেটিভ মোটিভেশন এর মাধ্যমে সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

কনফারেন্সে প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণ তাদের ২০১৮-২০১৯ সালের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নিজ বিভাগ ও কর্মএলাকায় বাস্তবায়িত কার্যত্রমের তথ্য তুলে ধরেন এবং তা মূল্যায়ণ করা হয়। কনফারেন্সে প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণের ২০১৯-২০২০ সালের কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়। কনফারেন্সে ৫৮জন প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ অংশগ্রহণ করেন। সপ্তদশ প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ কনফারেন্স ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ সকাল ১১টায় সমাপ্ত হয়।

■ প্রতিবেদন: রাসেল আহমেদ
সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং)

# জোটা জোটি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক জোটা-জোটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

আগামী ১৮-২০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সারা দেশে ৬২ তম জোটা ও ২৩ তম জোটি বাস্তবায়নের জন্য ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ স্কাউটস এর স্পেশাল ইভেন্টস বিভাগের আয়োজনে ঢাকা মেট্রোপলিটন জেলা স্কাউটস এর নিজাম হলে জোটা-জোটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব তৌহিদ উদ্দিন আহম্মেদ, যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস, বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ কমিশনার (গার্ল ইন স্কাউটিং) ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানম, জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং), জনাব কাজী নাজমুল হক নাজু, গার্ল ইন স্কাউটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি, প্রফেসর নাজমা শামস, প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান ও অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর আন্তর্জাতিক বিভাগের জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জাতীয় উপ কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস) ডাঃ মোহাম্মদ শাহরিয়ার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর স্পেশাল ইভেন্টস বিভাগের জাতীয় কমিশনার মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন।

জোটার অর্থ হল জাম্বুরী অন দি এয়ার এবং জোটির অর্থ হল জাম্বুরী অন দি ইন্টারনেট। এ জাম্বুরী বাস্তবায়নের জন্য ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে, অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, কার্যক্রমের রিপোর্ট তৈরি ও ফেসবুক/সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করন, অ্যামেচার রেডিওর ব্যবহার এবং ফোনেটিক ল্যাংগুয়েজ এবং অ্যামেচার রেডিওর মাধ্যমে কার্যকমিটির বাস্তবায়ন নিয়ে দিনব্যাপী আলোচনা করা হয়।

# FIRST NATIONAL ROVERMOOT (NEPAL)

After the previous release...

Finally, it was the day. 31st May was the day when finally the opening ceremony took place. The honorable prime minister of Nepal came to call the ceremony on and besides there were people from India who came as well. For the opening ceremony they organized a march that was done by Nepal Scouts besides a display was done where people came up with fancy dresses. We all had to wear our Scout uniform. I was the one to attend the moot from my sea region and my uniform was white. I felt very special when I've seen people observing me with a different view. They came and were clicking pictures and was extremely friendly. After that we ourselves went to roam the nearby places and shops to buy things and eat.

From next day (1st June) onwards our activity started. We went to a nearby place that was attach with our camp where we could see many activities were organized for us. Like Archery, Net Climbing, Rock Climbing, Rope Walking, Omega, Spider-Man, Zip linning and lots more. After all our activities we had to collect signatures from the respective in-charge of that particular activity. During one of the activity I was injured badly. I got hurt in my leg really badly for which I was unable to take part in others. I was also taken to their medical section where they gave me medicine and a crape bandage. That night a mini cultural night was arranged for us where the Nepali's performed by wearing their traditional attire in their cultural songs. They even danced. Since it was monsoon and it was suppose to rain so yea it did. Yet, whether it rained or not the show continued since we were handed with their raincoat that was made with plastic shaped as a cloth. That night after everything ended and we almost slept suddenly it started to rain badly for which now the entire tent was flooded in our side (International side) for which the organizing committee decided to switch us in a nearby hotel. We shifted to a hotel that's a two minute walk from our camp and there each country were given with two rooms where we shared and stayed for the rest of the days. It was hectic for us to shift but yet we made it up.

On 2nd June early morning after we reached the camp to grab our breakfast, we have seen some arrangements going on that is when we got to know a Panel Discussion is going to take place. I became damn excited since debating and panel discussion is what I actually loved to and is really close to my heart. I was paired up with a rover friend of mine who belongs to the air-force department. We nailed it. The topic for the first day was "Should youth be given the opportunity to make decisions?"

Judges were there and also some VIP's came. R.K Dhital and his media was the one to organize the Panel Discussion. We witnessed them to share their experiences and their thoughts besides I and my friend we even questioned them based on the whole incident. The discussion took place for an hour and half. At 9:30am we went for sight-seeing. They bought Hiace cars for us. We visited Mahendra Cave and Bat Cave, Gurkha Memorial Museum,

Seti River Gorge, Bindhabasini Temple and lots more.

These were some of the places we went to visit before lunch and after lunch we stayed back and few from our Contingent went to visit the rest. We stayed back since it was going to be the International Cultural Night, where all of dressed as far our culture and we displayed our national cultural foods to all other countries. We rehearsed ever since from the moment we came to Nepal, starting from Kathmandu. We danced on Hridoy Amar Bangladesh, Cholo Bangladesh and Bangladesh a Meye. It was my first ever dance performance since I rarely danced and I was also proud of myself since I danced with my broken feet. One thing for sure I loved it. It was exhilarating. What touched the most was when the entire bunch was shouting Bangladesh Bangladesh holding our paper flags in their hand. No other country but Bangladesh. After our performances, the celebrities and comedians of Nepal came in. All's well when the end is well.

The next morning (3rd June) the last day of camp, a day before the closing ceremony, a bunch of ours went to different schools for tree plantation and meanwhile I and few of us stayed back in the camp area to participate in the Panel Discussion. The topic for that particular day was "Gender Discrimination". Once again we nailed it.

This night was the Grand Camp Fire Night. A particular place was decorated and the made their Rover Moot logo with colours and placed woods in different positions as they'll light up the fire. All the Contingent leaders inaugurated the Grand Camp Fire Night. After it was done team Bangladesh and India performed. It was an honourable moment for us since we got the chance to perform again. We exchanged waggle and scarf with everyone. So far now, it was wonderful being with varities of people and I'm glad to make a lot of friends from different countries. We exchanged gifts and also our contacts to be in touch with.

Finally, it's 4th June and time for us to head back to Kathmandu after the closing ceremony. We wore our scout uniform for one last time and then speeches were given by the Organizing committee where they thanked all members and participants for their presence. All the countries shared their token of love with them and meanwhile some of the members went for Para gliding and after they came back we had our lunch and headed towards Kathmandu.

It was hard to say bye to all of them since within this few days I made a lot of new friends and they were really humbled and polite to us. The saddest part was we had to say bye especially the moment we just started to know one another. Despite this, we again had a great long journey for the last time. An eleven hours journey. Since we started our journey in the afternoon so the bus drove really carefully for which it took really long for us to make up to Kathmandu. We again sang and made fun of one another, clicked pictures of different scenario. It was just wonderful. I lack with words to explain my camp experience. We all were sad for being able to be together but then on we were excited since it was Eid the very next day and we will be able to celebrate with our family.

Finally on 5th June, the Eid-ul-Fitr day we departed for airport right after the boys came from their Eid prayer. We were given Eidi in Nepali currency from our Contingent leader and an elder brother of ours named Basit. We landed in Bangladesh right at 2:30pm, it was 4pm when we came out of the airport and headed for our home with our certificate and gifts.

Written By: Nazia Nusrat Shamma
10th Kingshuk Sea Scouts Group
Dhaka Sea Region

# বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক পিস ডে পালিত

'ক্লাইমেট অ্যাকশন ফর পিস' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ স্কাউটস এর আয়োজনে সারা দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক পিস ডে পালিত হল। দিবসটি পালনের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস এর রেল, নৌ ও এয়ার অঞ্চলের আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলের বাংলাদেশ স্কাউটস এর ভার প্রাপ্ত প্রধান জাতীয় কমিশনার জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেসেঞ্জার অব পিস, বাংলাদেশের জাতীয় কো–অর্ডিনেটর যুবায়ের ইউসুফ এবং নশুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর যুগ্ন নির্বাহী পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক (স্কাউটিং সম্প্রসারণ প্রকল্প) আবু মোতালেব খান। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপকমিশনার (উন্নয়ন) স্থপতি তাহসিন আলম, স্কাউট ও রোভার স্কাউট লিডারসহ প্রায় তিনশ হন স্কাউট ও রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধনের শুরুতেই প্রধান অতিথি একটি বৃক্ষ রোপন করেন।

পিস ডে উপলক্ষে দেশব্যাপী একযোগে দিবসটি পালিত হচ্ছে। দেশের প্রতিটি জেলায় দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে বৃক্ষ রোপন, মানব বন্ধন, র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। রোভার স্কাউটদের অংশগ্রহনে ইয়ুথ স্পিচ প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। দিবসটি সফলভাবে উদযাপনের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদরদফতর থেকে দেশের প্রতিটি জেলায় একজন মেসেঞ্জার অব পিসের জেলা কো-অর্ডিনেটর অংশগ্রহণ করেন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করেন।

# ৩য় ফটোগ্রাফি বিষয়ক বেসিক প্রশিক্ষণ কোর্সের সফল সমাপ্তি

বাংলাদেশ স্কাউটসের জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে গত ২০-২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ৩য় ফটোগ্রাফি বিষয়ক বেসিক প্রশিক্ষণ কোর্স।

বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (ষ্ট্র্যাটিজিক প্ল্যানিং ও গ্রোথ) জনাব মু. তৌহিদুল ইসলাম কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্সের উদ্বোধন করেন । কোর্সে সর্বমোট ৩৮ জন রোভার এবং তরুণ ইউনিট লিডারগণ অংশগ্রহণ করেন। কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং ) জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার ।

কোর্সে দেশের প্রখ্যাত ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ফটোগ্রাফার জনাব মজিবুর রহমান খান (ফটোগ্রাফি প্রশিক্ষক, অ্যালিয়ন্স ফ্র্যাসিস, ধানমণ্ডি, ঢাকা), জনাব তানভীর আলী ( স্বত্বাধিকারী, ওয়েডিং মোমেন্ট, মহাখালি, ঢাকা), জনাব নজরুল ইসলাম (ফটোগ্রাফি শিক্ষক, শান্তা মরিয়ম বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরা, ঢাকা) এবং জনাব রেদুয়ানুর রহমান (গ্রাফিক্স ডিজাইনার, ডট নেট, ঢাকা) রিসোর্স পার্সন হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীদের ফটোগ্রাফি বিষয়ক তৃত্তীয় ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ।

প্রশিক্ষণার্থীদের মোট চারটি উপদলে বিভক্ত করা হয়। বাংলাদেশ স্কাউটসের মিডিয়া টীমের দক্ষ ও সিনিয়র সদস্য জনাব আরমান হোসেন, রোভার এম এইচ মুন্না, রোভার মাহমুদুল হাসান মাসুদ ও রোভার আহসান হাবীব চারটি উপদলে কাউন্সিলরের দায়িত্ব পালন করেন ।

উক্ত কোর্সের সমাপনী দিনে, কোর্সে সফল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদ প্রদান করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন) জনাব মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া।

■ প্রতিবেদন: জন্মজয় কুমার দাশ
সহ সম্পাদক, অগ্রদূত

# জোলা

*ব্রিটিশ-ভারতে ঢাকার প্রথম সিভিল সার্জন ডা. জেমস ওয়াইজ। ড. শরিফউদ্দিন আহমেদ থেকে জেমস ওয়াইজ কর্তৃক ১৮৬৬ সালে ও ১৮৬৮ সালে করা ঢাকার দুটি রিপোর্টের কথা জানা যায়। এই রিপোর্ট থেকে তৎকালীন ঢাকার পেশার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। জেমস ওয়াইজের লেখা 'নোটস অন রেসেস, কাস্টম অ্যান্ড ট্রেডস অফ ইস্টার্ণ বেঙ্গল' বইটি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ সালে। জেমস ওয়াইজের লেখা বইটির মাত্র বারো কপি ছাপা হয়েছিল। হিসাব করলে দেখা যায় আঠারো শতকের ষাটের দশকে জেমস ওয়াইজ ঢাকার সিভিল সার্জন ছিলেন।*

*২০০০ সালে বইটি ফওজুল করিমের অনুবাদে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের ভূমিকা, সম্পাদনা ও টীকাসহ 'পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ' নামে সুবর্ণ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। জেমস ওয়াইজের লেখা থেকে তৎকালীন ঢাকার প্রায় ২ শত'র অধিক পেশার তথ্য পাওয়া যায়। বিচিত্র সব পেশা ছিল সেই সময়ের ঢাকা বা পূর্ববঙ্গে। সেই সমস্ত পেশার শিকড় সন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে এই লেখাতে।*

জোলাদের থেকে মুসলমান তাঁতীদের "কওম" স্বতন্ত্র। তাঁতীরা বানায় জামদানী বা নকশা তোলা কাপড়; আর জোলারা বানায় মোটা মসলিন। একসঙ্গে এরা খাওয়দাওয়া করলেও এদের মধ্যে বিয়েশাদি হয় না। তাঁতীদের জোলা বললে ভীষণ চটে যায়। কারিগর কিংবা জামদানী তাঁতি বললে খুশী।

ঢাকায় মুসলমান তাঁতী অসংখ্য। বিশেষ করে এরা বাস করে ডেমরা নবীগঞ্জ ও লক্ষ্যা নদীর পার বরাবর। ব্যবসা মন্দা মওশুমে এরা হাল চাষ করে। কখনও তাঁতে কাপড় বোনেন এদের মেয়েরা। তার বদলে ওরা জামদানি চিকনের কাজ করে অর্থাৎ নকশা তোলে। -----তাঁতীরা পীরের ওরসে যোগ দেন, মোহররমে তাজিয়া বানান ও অন্যান্য ভারতীয়দের মত পাঁচপীর, জিন্দাপীর মানেন। হোলি উৎসবে যোগ দেন।

মসলিনের ওপরের ওই নকশা থেকে কাপড়ের নাম হয়েছে জামদানি। রীতি মাফিক মসলিনে সর্বদাই ফুলের নকশা তোলা হয়। কখনো থাকে নানা রকম ফুটকি নয়তো ডোরা-ডোরা কিংবা কাশ্মীরি শালের মত বিচিত্র সব নকশা। আবার কখনও জমিন হয় রং-করা। '

পৃথিবীজোড়া ঢাকাই মসলিনের ব্যখ্যা জেমস ওয়াইজ আরো জমকালো ভাবে দিতে পারতেন। মনে হয় সেই সময়টা ছিল মসলিনের বাজার ধ্বংসের শুরু। তবে তার তথ্য থেকে জানা যায় ঐ সময় অথ্যাৎ ১৮৭২ সালে বাংলাদেশের বা পূর্ববঙ্গে তাঁতীর সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬ শত ৮১ জন। আর ঢাকায় ছিল ৮ হাজার ৯ শত ৬ জন।

ঢাকাই মসলিনের সুনাম ছিল পৃথি বীজোড়া। ১৭-১৮ শতকজুড়ে সারা পৃথি বীতে এই বস্ত্রটিই ছিল একক নায়ক। উনিশ শতকের প্রথম দিকে কিছু মসলিন দেখা গেলেও ক্রমেই বিলীন হতে থাকে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি এসে এই তাঁতশিল্পটি শেষ হয়ে যায় পৃথিবী থেকে। মসলিনের রূপের ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল সেকালের মোগল সম্রাটদের থেকে শুরু করে মিসরের ফারাও, গ্রিকদের। ইংরেজরা যার লোভে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে হাজির হয়েছিল বাংলায়! হবে নাই বা কেনো! মসলিন ছিল সেই সময়ের বিশ্বয়। মসলিনের সুক্ষতা নিয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে। আস্ত একটা শাড়িকে ছোট্ট একটি আংটি মধ্য দিয়ে গলিয়ে একপাশ থেকে অন্য পাশে নেয়া যেতো! ম্যাচের বাঙে লুকিয়ে ফেলা যেত!! ম্যাচের বাঙে লুকানো না গেলেও ধারণা করা যায় ম্যাচের বাক্সে মধ্য দিয়ে গলিয়ে একপাশ থেকে অন্য পাশে নেয়া যেত এটা বলা যায়। শুনলে বিশ্বাস হয় না... হাতে কাটা মসলিনের এক একটি সুতার ব্যাস ছিল ১/১০০০ থেকে ১/১৫০০ ইঞ্চি!!! রূপকথাকেও হার মানানো অবিশ্বাস্য গল্প!

মসলিন শাড়ি আঙুলে পরা আংটির ভেতর দিয়ে প্রবেশ করানো যায়। যুগ যুগ ধরে এমন কথা বাংলার মানুষ শুধু শুনে এসেছেন। তার প্রমাণ দেখতে পুরনো ঢাকার বনেদি পরিবারের মেয়ে মিসেস জাহানারা খাতুনের দান করা একটি মসলিন শাড়ি রক্ষিত আছে জাতীয় জাদুঘরে। ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে দুর্লভ এই মসলিন শাড়িটি উপহার হিসেবে জাদুঘরে প্রদান করেন তিনি। একবিংশ শতাব্দীতে এসে মসলিন শুধুই ইতিহাস। শাড়িটি ১৯৩০ সালে তার স্বামী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ক্রীড়াবিদ মরহুম মনসুর রহমান সোনারগাঁ থেকে সংগ্রহ করেন। শাড়িটি প্রদানের দিন সবার সামনে পরীক্ষা করে দেখানো হয় একটি আংটির ভেতর দিয়ে এই মসলিন শাড়িটি ঢোকানো যেতে পারে। ৭০ বছরের পুরনো এই শাড়িটি। ২২শে জুলাই আরো একটি মসলিন শাড়ি জাদুঘরে জমা পড়ে। এ শাড়িটি দিয়েছেন রাজবাড়ীর ছারওয়ার জান চৌধুরী। ৬৬ বছর আগে তিনি এই শাড়িটি স্ত্রীকে উপহার দেন। স্ত্রী মালেকা বেগম শাড়িটি তেমন পরেননি। রেখে দিয়েছিলেন ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে। তাই আজো শাড়িটি নতুনের মতো আছে। ছারওয়ার জান চৌধুরী জানান ছয় টাকা দিয়ে মসলিন শাড়িটি কিনেছিলেন ঢাকার বিখ্যাত ওয়ারেস মোল্লার দোকান থেকে। তখন সোনার দাম ছিল ১১ টাকা ভরি। এখন থেকে জাদুঘরে দুটি শাড়ি দেখা যাবে।

চলবে...

■ লেখক: ইমরান উজ-জামান
সদস্য
জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ স্কাউটস
[লেখকের 'ঢাকার প্রাচীন পেশা ও তার বিবর্তন' বই থেকে]

# চলে মুসাফির : আমাদের জলে হাওয়ার কবির চোখে সেকালের বহির্বিশ্ব

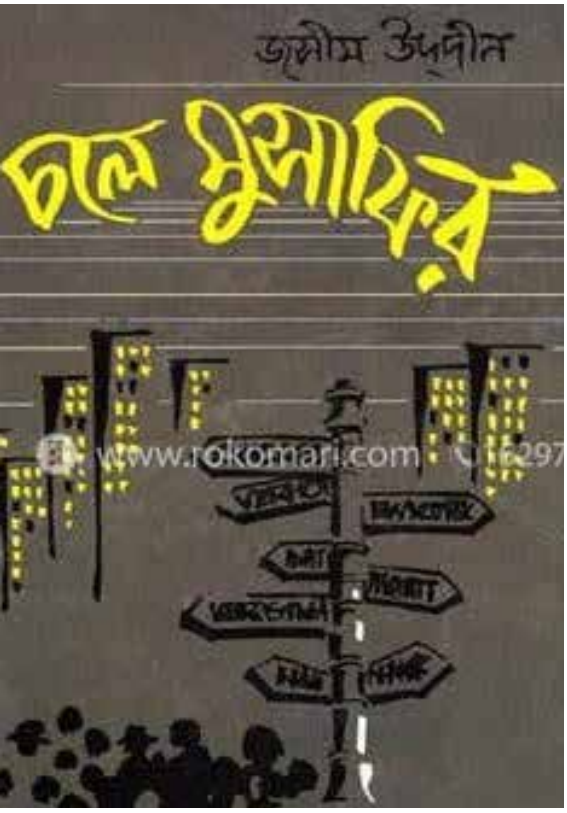


পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন ১৯৫০ সালে মার্কিন দেশে গেছিলেন সরকারি সহায়তায়, পথিমধ্যে থেমেছিলেন বাহরাইন, লন্ডনে এবং আইসল্যান্ডে অল্প সময়ের জন্য আবার আমেরিকার থেকে ফিরে গিয়েছিলেন তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে। সেই সময়ের অধিবাসীদের গল্প লিখেছিলেন সরল ভাষায় 'চলে মুসাফির' বইতে। ১২৮ পাতার কলেবরকে খুব একটা বড় বলা যায় না, কিন্তু নানা রঙবেরঙের ঘটনার আগমনে বইটি বেশ চিত্তাকর্ষক।

বইয়ের পাতায় পাতায় পল্লীকবির জ্ঞানতৃষ্ণা প্রকাশ পেয়েছে, বিশেষ করে যে কোন দেশের সমাজ এবং মানুষের সাথে মেশার আকাঙ্খা ও সেই সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ তাঁর ভ্রমণের মূল্য উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায় খুব সহজেই। যেমন বিলেত ভ্রমণের সময় কবি লিখেছেন, "লন্ডন ষ্টেশনে নামিয়াই বন্ধুবরদের সাথে দেখা হইল। তাদের একজনের বাসায় এঁরা আমার থাকার ব্যবস্থা করিয়াছে। আমি বলিলাম- তোমাদের সাথে থাকিলে তো আমি এদেশের কিছুই জানিতে পারব না। আমার এক ব্রিটিশ বন্ধু, হেলেম টেনিসন, বেথনাল গ্রিনে থাকেন তাঁর বাসায় যাইব।"

যেকোন দেশে যেয়ে তাদের সম্পর্কে জানতে চাইলে সেই দেশের মানুষের সাথেই মিশতে হবে, আর বিশেষ করে বাঙালি সমাজে একবার ভিড়ে গেলে দাওয়াত খেতে খেতেই পুরোটা সময় মাটি হবে। একই কাজ তিনি করেছেন মার্কিন মুল্লুকেও বলেছেন, "২০ দিন একটানা ভাত খাই নি, তাই আজ খেয়ে তৃপ্তি পেলাম কিন্তু এই খানা, এই ভাষা, এই সমাজ তো দেশে গেলে প্রতিদিনই পাব, তাই আপাতত এই দেশ সম্পর্কে জেনে নিই।"

১৯৫০ সালে তাঁর এই অজানার প্রতি অ্যাডভেঞ্চার আমাদের অভিভূত করে বৈকি! তাঁকে চা দিতে আসা হোটেল বয়ের কাছ থেকে যখন তাদের বাড়িতে বেড়াতে যাবার নিমন্ত্রণ আদায় করেন, এলিস নামে অচেনা সুন্দরীর সাথে প্রথম পরিচয়েই ট্যাক্সি চেপে অজানা শহরে যান, যে কোন নতুন শহরে যেয়ে সেখানে লেখক-গায়কদের আড্ডায় ঢুঁকে পড়েন অনায়াসে, প্রতিনিধিত্ব করেন বাংলার গানের, ছড়ার। সদ্য আয়ত্বে আনা মার্কিন উচ্চারণে ঠেঁকে ঠেঁকে ইংরেজি বলতে বলতে 'মারো জোয়ান হেইও' বুঝিয়েছেন। তাঁর সদা কৌতূহলী খোলা মনের পরিচয় পেয়ে অতি আমোদিত হয়েছি পাশ্চাত্যের ভাল দিকগুলো তুলে এনেছেন তাঁর কলমে, সেই সাথে সারা পৃথিবীতেই যে ভাল মানুষ আছে, তাঁরা নানা রূপে নানা কালে দেখা দেয়, নিঃস্বার্থ ভাবে উপকার করে প্রতিদান দেবার সুযোগ না দিয়ে চলে যায় জীবনের পথে সেই কথা বারবার বলে জানিয়েছেন লোককবির কথা-

"নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ-
আমি জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত!"

চিত্তাকর্ষক সব ব্যক্তির সাথে কবির আলাপের বিবরণের মধ্য সবচেয়ে মূল্যবান রত্নটি ছিল কবি এজরা পাউন্ডের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ। দুঃখজনক ভাবে সাক্ষাৎটি ঘটেছিল পাগলা গারদে, এজরা পাউন্ড তখন প্রায় উম্মাদ, তাঁকে চিকিৎসার জন্য রাখা হয়েছিল মানসিক হাসপাতালে, সেই অবস্থাতেও তিনি কনফুসিয়াসের অনুবাদ করছিলেন। নাৎসি সংসর্গের অভিযোগ তিনি অভিযুক্ত হওয়ার ফলে তাঁর সাথে দেখা করাও ছিল বেশ কঠিন, কেবল মাত্র সেই দেশের সরকারের লোক অনুমতি দিলেই সম্ভব। যা হোক, এজরা পাউন্ডের স্ত্রী কবি জসীম উদদীনের কথা শুনে সেই ব্যবস্থা করে দিলেন। এজরা পাউন্ড বঙ্গদেশের কবিকে বেশ কিছু বই উপহার দিয়ে বলেছিলেন, 'বইগুলি তো বন্ধুবান্ধবদের দেওয়ার জন্যই। তাঁরা যখন সচল তখনই জীবন্ত। অচল বই তো মৃত। এগুলি বিতরণ করিয়া দেওয়াতেই আনন্দ।'

পরবর্তীতে এই দুই কবির মাঝে পত্রযোগাযোগ ছিল।

রসিক কবি সব দেশের তরুণীদের সম্পর্কেই সুখ্যাতি করেছেন, বিশেষ করে আইসল্যান্ডের মেয়েদের নিয়ে লিখেছেন "যেসব মেয়ে আমাদের খাবার পরিবেশন করল তাহারা সকলেই যেন ডানাকাটা পরী। তাহাদের মধ্যে কে কাহার চেয়ে বেশি সুন্দরী নির্ণয় করা যায় না"।

বাস্তবতা নিয়ে তাঁর চিন্তা যে দূরদর্শী এবং সূক্ষ্ম ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৬০ এর দিকে করাচীতে লেখক সমাবেশে দেওয়া বক্তব্যে-

হাজার হাজার মাইল দূরে আমাদের পূর্ব পাকিস্তান। সেইখানে আমাদের অনেক রীতিনীতি আপনাদের হইতে আলাদা। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পূর্ব পাকিস্তানে যাইয়া সেই আলাদা রীতিনীতি দেখিয়া আমাদের কোনো কোনো ভাই মনে করেন, এই পার্থক্য হিন্দু-প্রভাবের ফল। তাহারা আশা করেন এইসব পার্থক্য ভাঙ্গিয়া আমরা আপনাদের সঙ্গে আসিয়া এক হই। কিন্তু এই ধারণা ভুল। কারণ আমাদের মেয়েরা শাড়ি পরে। যখন রঙিন শাড়ি পরিয়া আমাদের মেয়েরা কলসি কাঁখে লইয়া সরষেক্ষেতের আঁকা-বাঁকা পথ ঘুরিয়া পদ্মা নদীতে পানি আনিতে যায় তখন বাঁশীর সুর বহিয়া আমাদের মনের কথা আকাশে ছড়ায়। মেয়েদের এই শাড়িকে আমরা কত ছন্দে কত উপমায়ই না রূপ দিয়েছি। সেই শাড়ি মেঘের মতো, রামধনুর মতো, ময়ূর পাখির পাখার মতো। এখন যদি কেহ বলেন এই শাড়ি বদলাইয়া আমাদের মেয়েদের ঘাগরা বা ইজের পরিতে হইবে, সেকথা আমরা শুনিব না। তেমনই আমাদের পদ্মা-যমুনা-মেঘনা নদী হইতে আমরা যে অপূর্ব ভাটিয়ালি সুর কুড়াইয়া পেয়েছি তাহাও আমরা ছাড়িব না। আপনাদের এইখানে যে অপূর্ব সিন্ধি পাঞ্জাবি আর পন্ডু লোকগীতি শুনিবার সৌভাগ্য আমরা হইয়াছে তাহা আমার কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছে। পার্থক্যের জন্যই মানুষ মানুষের বন্ধু হয়। আমরা ভিতরে যাহা নাই তাই আমরা অপরের নিকটে পাইয়া তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করি। অনন্তকাল ধরিয়া নারী-পুরুষে যে মিলন তাহাও সেই পার্থক্যের জন্য।"

পড়ে দেখুন পাঠক, আমাদের জল-হাওয়ার কবির চোখে বহির্বিশ্ব! সুখপাঠ্য এই ভ্রমণ উপন্যাস আপনার পাঠক মনে প্রশান্তি দান করবে এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বইটি প্রকাশ করেছেন পলাশ প্রকাশনী। মূল্য ১৮০ টাকা।

■ প্রতিবেদন: জন্মজয় কুমার দাশ
সহ সম্পাদক, অগ্রদূত

# জোকস

(১) স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর ওষুধ

নাসিরুদ্দিন হোজ্জা একবার স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর জন্য এক হেকিমের কাছ থেকে ওষুধ নিয়েছিলেন। কয়েক মাস পর হোজ্জা তার হেকিমের কাছে গেলেন ওই ওষুধ আনার জন্য। এমন সময় হেকিম বললেন-

হেকিম: আচ্ছা, গতবার তোমাকে কী ওষুধ দিয়েছিলাম, একেবারেই মনে করতে পারছি না।

হোজ্জা: তাহলে ওই ওষুধ এখন থেকে আপনি নিজেই খাবেন।

(২). চোরের হাতেকলমে শিক্ষা

চোরের ওস্তাদ তার শিষ্যকে হাতেকলমে শিক্ষা দিতে এক গৃহস্থবাড়িতে ঢুকেছে চুরি করতে। অনেক কায়দা করে ঘরে ঢুকে অন্ধকার কিছু একটার সঙ্গে ধাক্কা লেগে শব্দ হলো। গৃহস্থ ঘুমের ঘোরে বলে উঠলেন, 'কে রে?' ওস্তাদ চোর সঙ্গে সঙ্গে বিড়ালের গলা নকল করে ডেকে উঠল, 'ম্যাঁও।'

গৃহস্থ বিড়াল ভেবে আবার চোখ বুজলেন। এরপর চ্যালা চোরের হাতে লেগে কী একটা পড়ে ঝনঝন শব্দ করে উঠল। গৃহস্থ আবার বললেন, 'কে রে? কে ওখানে?' চ্যালা চোর সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি করে বলল, 'হুজুর, আমিও বিড়াল।'

(৩).খাবারের অভাবে ঘাস খেতে দেখে সাহেদ গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার পথে একজনকে রাস্তার পাশে ঘাস খেতে দেখল-

সাহেদ: কী ব্যাপার? ঘাস খাচ্ছ কেন?

লোক: স্যার, আমি তিন দিন ধরে কিছু খাইনি।

সাহেদ: ঠিক আছে, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

লোক: স্যার, আমার সঙ্গে আমার স্ত্রীও আছে।

সাহেদ:

তাকেও সঙ্গে নাও।

লোক: স্যার, আমার সঙ্গে আমার তিন ছেলে-মেয়েও আছে।

সাহেদ: তাদেরও সঙ্গে নাও।

লোক: স্যার, আপনার অশেষ দয়া! কিন্তু এতজনকে নিয়ে আপনার সমস্যা হবে না তো?

সাহেব: না। আমার বাগানের ঘাসগুলোও বেশ বড় হয়ে উঠেছে!

১০. চেহারা দেখে মনে হয় চাইনিজ

এক পাগল এক চাইনিজকে জিজ্ঞেস করছে-

পাগল: তুমি কি আমেরিকান?

চাইনিজ: না, আমি চাইনিজ।

পাগল: তুমি আমেরিকান না?

চাইনিজ: না, আমি চাইনিজ।

পাগল: মিথ্যা বলছো, তুমি অবশ্যই আমেরিকান।

চাইনিজ: হ্যাঁ, বাবা। আমি আমেরিকান। খুশি?

পাগল: চেহারা দেখে তো মনে হয় তুমি চাইনিজ।

১১. বিমানের পাইলট যখন ভুলোমনা

বিমানে যাত্রার সময় বিমানবালা বলছেন, 'সম্মানিত যাত্রীসাধারণ, আমাদের এয়ারলাইন্সে ভ্রমণ করার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। আমাদের এয়ারলাইন্স দেশের সেরা এয়ারলাইন্স। আমাদের বিমান খুবই অত্যাধুনিক। যাত্রীদের সেবায় আমরা সদা তৎপর। শুধু একটাই সমস্যা, আমাদের পাইলট একটু ভুলোমনা। সে প্রায়ই সবকিছু ভুলে যায়। যা হোক, আপনাদের মধ্যে কি কেউ পেন চালাতে জানেন? জানলে দয়াকরে হাত তুলুন!'

## ধাঁধাঁ

**কি ভাবে সম্ভব, একটি লোক ৮ দিন না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে?**

গত সংখ্যার ধাঁধাঁর উত্তর 'সিঁড়ি'

**(লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত ৫ জন সঠিক উত্তরদাতার নাম পরবর্তী সংখ্যায় ছাপানো হবে)**

**উত্তর পাঠানোর ঠিকানা:**

bsagrodoot@gmail.com, j.m.kamruzzaman@gmail.com

## অগ্রদূত আগষ্ট'১৯ সংখ্যার ধাঁধাঁর সঠিক উত্তর কেউ দিতে না পারায় কারো নাম প্রকাশ করা যাচ্ছে না

**(পাঠক আপনিও চমৎকার কৌতুক কিংবা ধাঁধাঁ পাঠাতে পারেন আমাদের ঠিকানায়। ছাপানোর উপযোগী কৌতুক কিংবা ধাঁধাঁ আপনার নামেই ছাপা হবে এই পৃষ্ঠায়।)**

# আমার স্কাউট কথা

**হাতেখড়ি**

২০১০ এর দিকে প্রথম স্কাউটিংয়ে আসা। বড় ভাইকে দেখতাম স্কাউটিং করে। ওই বছরেই কোনো একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কাবিং শাখায় ঢুকলাম। একটা ক্যাম্পে প্রশিক্ষক লাকি ম্যাম স্কাউটিং সম্পর্কে প্রথম বিস্তর আলোচনা করে আমাকে এটার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে দিলেন। কাবিং শেষ হলো।

২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে আমার স্কাউটিং জীবনের সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষক অরবিন্দু গোপ স্যারের মাধ্যমে স্কাউটিংয়ে ঢুকলাম। তখন থেকেই নতুনভাবে স্কাউটিং এর শিক্ষা ও জ্ঞান আহরন করা শুরু করলাম। ২০১৬ সালে যখন স্যার বললো - প্রতীক, তুমি প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট এওয়ার্ড এর জন্য আবেদন কর। রীতিমতো চমকে উঠলাম। কারণ তখনো - আমার উপজেলায় কেও এই সম্মান অর্জন করতে পারেনি। তখন আমি চেলেঞ্জ নিতে দ্বিধাবোধ করলাম না।

**পেড়িয়ে যাওয়া**

উপজেলা পর্যায় থেকে একের পর এক পরীক্ষা করে জাতীয় পর্যায়ের ভাইবার জন্য মনোনীত হলাম। কঠোর প্রস্তুতি নিতে থাকলাম। কয়েক দফা বিভিন্ত স্তরের ভাইবা সৃষ্টিকর্তার কৃপায় ভালোভাবে শেষ করলাম। বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আমি যখন কুমিলা অঞ্চলের ডিডি স্যার ফোন করে জানালেন আমি প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট এ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছি, মনে আছে- পুরো ১০ মিনিট লাফিয়েছি। কারণ আমার অমন একটা উপজেলা থেকে প্রথম হয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে এ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করবো, নিশ্চয়ই লাফানোর মতই।

**কৃতজ্ঞতা**

এই সুদুর পথচলায় অনেকেই সহযোগিতা করেছেন। মা-বাবা, বড় ভাই, অরবিন্দু স্যার, শরীফ আহমেদ কামাল স্যার ও বন্ধুরা আমাকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে, যার কারণে আমার প্রসিডেন্ট'স স্কাউট প্রতীক হয়ে ওঠা।

**শুভকামনা স্কাউটিং**

স্কাউটিং আমার জীবনের পরশপাথর। আন্দোলন এতো সুন্দর, এতো মধুর হতে পারে তা বিশ্বব্যাপি হাজার বছর ধরে স্কাউটিং দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এতো এতো মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি এই স্কাউটিং থেকে তা ভাষায় প্রকাশ করলেও কম হবে।

**আজকাল স্কাউটিং**

এখন আমি রোভারিং করছি দেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী দল সমতট মুক্ত স্কাউট গ্রুপে। আমার সত্ত্বা কাবিং শাখার জাতীয় কাব প্রোগ্রাম টাস্ক ফোর্স এর সদস্য হিসেবে আন্দোলনকে বেগবান করতে কাজ করে যাচ্ছি.....

ধন্যবাদ বাংলাদেশ স্কাউটস।

■ প্রতিবেদক: প্রতীক দত্ত
রোভার, সমতট মুক্ত স্কাউট গ্রুপ

# বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় কবি নজরুল

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তিনি বিদ্রোহী কবি। ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলাধীন চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। জীবন চলার পথে বাংলা সাহিত্যকে সারা দুনিয়ায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে ১৯৭৬ সালে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। কবির বাবার নাম কাজী ফকির আহমেদ এবং মাতা ছিলেন জাহেদা খাতুন। ছোট বেলায় সবাই কবিকে দুখু মিঞা বলে ডাকত।

বিদ্রোহী কবির লেখা কবিতায় রনাঙ্গনে যোদ্ধাদের সাহস যুগিয়েছে। অধিকার আদায়ে তার সংগ্রামী চেতনা মুক্তিকামী মানুষের মুক্তি আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছে। মুক্তিকামী মানুষ মুক্তি পেয়েছে-পরাধীন জাতি স্বাধীন হয়েছে কিন্তু কবির জীবনে আসেনি অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা। অর্থাভাবে চিকিৎসাও ব্যহত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে কবিকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ১৯৭৪ সালে কবিকে বাংলাদেশের জাতীয় কবি উপাধীতে ভূষিত করা হয়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালে কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেন। কবির প্রতীভা, কবির লেখা গল্প, গান, কবিতা, নাটক, রনসংগীত বাঙ্গালীর মুক্তি সংগ্রামের যে সোপান বঙ্গবন্ধু হৃদয় দিয়ে তা অনুভব করেছিলেন। তাই নজরুলের জীবনে বঙ্গবন্ধুর আতিথেয়তা কবিকে করেছে অনেক সমৃদ্ধ, মর্যাদাবান ও মহীয়ান।

নজরুল তাঁর লেখায় সাম্য, মৈত্রী আর মিতালীর কথা বলেছেন। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় প্রাণপন লড়াই করেছেন। নজরুল বলেছেন "যেথায় মিথ্যা-ভন্ডামী ভাই করব সেথায় বিদ্রোহ"। শুধু পরাধীনতা, শোষন, বঞ্চনা, আর অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধেই নয়, মিথ্যা- অসত্য, ভন্ডামী ইত্যাদির বিরুদ্ধেও নজরুল বিদ্রোহ করেছেন। তাই বিদ্রোহী কবিতায় নজরুল বলেছেন :

বল বরী
বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি' আমারি নত শির ওই
শিখর হিমাদ্রির।

কবি নজরুলের লেখা কবিতা ও গানে তাওহীদ, একাত্ববাদ ও স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে। ভন্ডামী, গোড়ামী ও ধর্মীয় কুসংস্কারমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে তিনি অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। "মানুষ "কবিতায় তিনি বলেছেন :

"গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই
নহে কিছু মহীয়ান।
---
আশিটা বছর কেটে গেল
আমি ডাকিনি তোমায় প্রভূ
আমার ক্ষুধার অন্ন তা বলে
বন্ধ করোনি কভু।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম শুধু কবিই নন। তিনি গীতিকার, নাট্যকার, বিদ্রোহী এবং শাশ্বত মানবতার মুক্তির দিশারী চির জাগ্রত এক প্রেমিক পুরুষ। তিনি ক্ষুধার সঙ্গে যুদ্ধ করে রুটির দোকানেও কাজ করেছেন। দেশমাতৃকা রক্ষায় সৈনিক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। মহাসমুদ্রে মহাপ্রলয়ে প্রাণপন যুদ্ধে তিনি কখনো পরাজিত হননি। পর্বতসম দৃঢ়তায় ভরপুর ছিল তাঁর মনোবল। কবি নিজেই শামসুন নাহার মাহমুদকে এক পত্রে লিখেছিলেন," ---- বিপুল যে সমুদ্র তারও জোয়ার ভাটা আসে অহোরাত্রি। এই জোয়ার ভাটা সমুদ্রেই খেলে। আর খেলে তার কাছাকাছি নদীতে। বাঁধ-বাধা ডোবায়, পুকুরে, জোয়ার ভাটা খেলে না। মানুষের মন সমুদ্রের চেয়েও বিপুলতর। খেলবে না তাতে জোয়ারভাটা? যদি না খেলে তবে তা মানুষের মন নয়।"

নদী সাগর কিংবা মহাসাগরের জোয়ার ভাটার মতই কবির জীবন জোয়ার ভাটায় পরিপূর্ণ। কবির আবেগ প্রবন হৃদয়ে জোয়ার ভাটার মই কতিপয় নারীর প্রেম কবিকে বিমোহিত করেছে। কবির জীবনে ফুটিয়েছিল ভালবাসার রঙিন ফুল। কিন্তু সে ফুলের কাটা কবিকে আঘাতও কম দেয়নি। কবি জীবনে ফুলের সৌরভে বিমোহিত হওয়ার পাশাপাশি হয়েছেন ক্ষত বিক্ষত। কবি যেমন ছিলেন অকোতুভয় সৈনিক- যেমন ছিলেন বিদ্রোহ তেমনি পেয়সীকে প্রেম নিবেদনে ছিলেন বিনম্র-বিনত। নারীর প্রেম যেমন নজরুলকে রক্তাক্ত করেছে তেমনি করেছে মহীয়ান। এ সকল অবস্থা দেখে-শুনে জেনেই বুদ্ধদের বসু মন্তব্য করেছিলেন।" শ্রী কৃষ্ণের মত নজরুল যখন যার তখন তার।" বিদ্রোহী কবির বাস্তব জীবনে প্রেম এসেছে বার বার। নারীর প্রেম নজরুলকে কখনো করেছে বিধ্বস্ত-বিব্রত, কখনো করেছে মহীয়ান। নারীর প্রেম, নারীর

আঘাত, নারীর প্রেম প্রত্যাক্ষান, নারীর বিরহ-ব্যথা নজরুল কাব্যের উৎস্য। সওগাত সম্পাদক নাসির উদ্দিন নজরুল সম্পর্কে বলেছেন, "নজরুল প্রেমে কোনো বাড়াবাড়ি ছিল না। এ ব্যাপারে কবি ছিলেন লাজুক। কখনো কখনো প্রেমের মানোভাব প্রকাশ পেয়েছে কবিতায় ও গানে-গল্পে। নজরুলের প্রথম প্রেম গ্রামের ধনীর দুলালীর সাথে। সেই প্রেয়সীর মাথার কাটা কবি দেখিয়েছিলেন তার বন্ধু মুজাফফর আহমেদকে। দারিদ্রতার কারণে কবির এ প্রেমে প্রণয় ঘটেনি। কিন্তু তা কবির গভীর হৃদয়ে দাগ কেটেছিল বলেই "ব্যাথার দান" বইটি উৎসর্গ করতে গিয়ে বলেছিলেন," মানসী তোমার মাথার কাটা নিয়েছিলাম বলে ক্ষমা করোনি-তাই বুকের কাটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্য করলুম।" কবি তার মানসীর মাথার কাটা বুকে ধরে রেখেছিলেন তার গোটা সৈনিক জীবন। সৈনিক জীবন শেষে কলকাতায় এসে কবি তার প্রেয়সীর মাথার কাটাটি হারিয়ে ফেলে ভীষন ভাবে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন।

কবির বর্ণাঢ্য ও আলো আধারের জীবনে একের পর এক প্রেমিকা হয়ে এসেছেন সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস আসার বেগম, আশালতা সেন গুপ্তা ওরফে প্রমিলা, ফজিলাতুননেসা, রানু ওরফে প্রতিভা ঘোষ, উমা মৈত্র, জাহানারা চৌধুরী, লীলাবতী, নাসিরন, গিরিবালা দেবী ও আঙ্গুরবালা। তাদের মধ্যে নার্গিস আসার কবির হৃদয়কে যেভাবে জয় করেছিলেন তেমন ঘটেনি অন্য কারোর প্রেমে। আবার নার্গিসের প্রেমে কবি আঘাতও পেয়েছিলেন প্রচন্ডভাবে। নার্গিস নজরুলের জীবনে গোমতীর তীরে পাতার কুটীরে কুড়িয়ে পাওয়া হারিয়ে যাওয়া পরশ মানিক। একটি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নজরুল নার্গিস বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলেও নজরুলের জীবন ও কাব্যে নার্গিস ছিলেন এক জ্বলন্ত অনুপ্রেরণা। কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের পরও নজরুল নার্গিসের ঠিকানায় পাঠাতেন অনেক বিরহ দীপ্ত সঙ্গীত। নজরুল নার্গিসের বিবাহ এবং বিচ্ছেদ পরবর্তী সময়ে প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ বলেছেন," ---------- নার্গিস আসার বেগমের প্রেম এবং বিরহ নজরুলকে শুধু "অগ্নিবীণা" বাজাতেই সাহায্য করে নাই। নজরুলের সমগ্র জীবন এবং সৃষ্টিতে নার্গিসের প্রভাব বলাবাহুল্য।। বাংলা ১৩২৮ সালে কবি কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে আসেন ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়ীতে। ইতোমধ্যে অবশ্য এলাকায় নজরুলের কবি খ্যাতি জানাজানি হয়ে যায়। ইন্দ্রকুমার সেনের পুত্র বীরেন্দ্র কুমার সেন কুমিল্লা জেলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তার মা বীরজা সুন্দরী দেবীকে কবি ' মা" এবং বীরেন্দ্র কুমারের জেঠি গিরি বালাকে 'মাসি-মা', বলে ডাকতেন। পরবর্তী সময়ে গিরিবালার মেয়ে আশালতা সেন গুপ্তা দুলী ওরফে প্রমীলার সাথে নজরুলের পরিচয় ঘটে। হরিনীর মত চঞ্চলা, সুদর্শনা, কিশোরী দোলেনার চোখের চাহনীতে প্রেমের মিলন ঘটে দুজন দু'জনায়। নানা চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে ধর্মীয় বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে অবশেষে ১৯২৪ সালে ২৪ এপ্রিল নজরুল দুলির বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। বিয়ের দিন কাজীর উপস্থিতিতেই কবি দুলি বা প্রমীলার নাম রাখেন কাজী প্রমীলা ইসলাম। কবির জীবন চলার সাথে নানা সময়ে নানাভাবে গড়ে উঠা সম্পর্কের মধ্যে যাদের নাম অতি পরিচিত তাঁরা হলেন- প্রমীলা, ফজিলাতুন্নেসা, উমা মৈত্র, রানু সোম, জাহানআরা চৌধুরী, আঙ্গুরবালা, কানন দেবী । তাঁদের মধ্যে সৈয়দা নারগিস আসার বেগম এবং আশালতা সেনগুপ্ত প্রমীলাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। অন্যদের সাথে তাঁর ছিল আত্মার সম্পর্ক - ছিল হৃদয় দিয়ে হৃদয় জয় করার সম্পর্ক।

১৯২৮ সালে মুসলিম সাহিত্য সমাজের অধীবেশনে যোগদানের জন্য কবি ঢাকায় আসেন। বর্তমান বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউস হোস্টেলে এক মাস অবস্থান করেন। এখানে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অংক শাস্ত্রে ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট প্রথম মুসলিম মহিলা মিস ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে কবি হৃদয় বন্ধনে জড়িয়ে পড়েন। নজরুল ভাল হাত দেখতে পারেন জানতে পেরে ফজিলাতুন্নেসা হাত দেখাতে আগ্রহী হন। নজরুল ও গভীর মনোযোগের সাথে ফজিলাতুন্নেসার হাত দেখেন। এ থেকেই তাদের মধ্যে শুরু হয় ভালবাসার সেতু বন্ধন। ফজিলাতুন্নেসা ছিলেন অনিন্দসুন্দরী বিদূষীনি রূপবতী মহিলা। পরবর্তী সময়ে ফজিলাতুন্নেসা কর্তৃক নজরুলের প্রেম প্রত্যাক্ষাত হলেও কেউ কাউকে ভুলতে পারেননি। কবি ফজিলাতুন্নেসাকে উদ্দেশ্যে করে বলেছিলেন-

যেদিন আমি হারিয়ে যাব
বুঝবে সেদিন বুঝবে
অন্তপারের সন্ধ্যা তারায়
আমার খবর পুছবে।

১৯২৮ সালের জুন মাসে হঠাৎ করেই নজরুল আবার ঢাকায় আসেন এবং বর্ধমান হাউসে উঠেন। এবার ঢাকার বনগ্রামের রানু সোম ওরফে প্রতিভা সোমের সাথে গান শেখানো সূত্র ধরে কবির পরিচয় ঘটে। রানু সোমের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় এবং হৃদ্যত্যপূর্ণ সম্পর্ক সম্বন্ধে ড. কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন" এবার বনগার অধিবাসী রানু সোমের সঙ্গে কবির বিশেষ পরিচয় হয়।। রানু মিষ্টি ও সুরেলা ছিল। নজরুল তাকে গান শিখিয়ে আনন্দ পেতেন। রানু সোম ছাড়াও সেই সময়ে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্র মৈত্রের কন্যা উমা মৈত্র ওরফে নোটনের সঙ্গে কবির ভালবাসা হয়। অপরূপ সুন্দরী উমা মৈত্র ছিলেন একজন চিত্র শিল্পী ও ভালো সেতারী। নজরুল একটি গানে নোটনকে স্মরণীয় করে রেখেছেন এই বলে " নাই পরিলে নোটন খোঁপায় ঝুমকো লতার ফুল।" কবি নোটনের বাবা সুরেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করে "চক্রবাক" বইটি উৎসর্গ করেছিলেন।

উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলার সম্ভান্ত মুসলিম পরিবারের বিদুষী কন্যা জাহানারা চৌধুরী। কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাহিত্য প্রত্রিকা "বর্ষবাণী"র সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন জাহানারা চৌধুরী। বর্ষবাণীতে লেখার মধ্যদিয়েই জাহানারার সাথে কবির পরিচয় ও সম্পর্ক। অতঃপর হৃদ্যতা পড়ে উঠে। প্রশস্ত সুপুরুষ ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কবি কাজী নজরুল ইসলাম শুধু সাহিত্য ক্ষেত্রেই নয়। গ্রামোফোন রের্কড, সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও ও গানের আসরে অনেক স্বনামধন্য মহিলার সম্পর্শে এসেছিলেন। এদের মধ্যে গানের শিষ্য ও রয়েছেন। গানের শিষ্যদের মধ্যে কবির ঘনিষ্ঠতা ছিল যাদের মধ্যে পরবর্তী সময়ে গড়ে উঠেছিল হৃদয়ের সম্পর্ক- ভালবাসার সম্পর্ক। তাদের মধ্যে - আঙ্গুরবালা দেবী, কাননবালা দেবী, বিজন বালা ঘোষ দস্তিদার, ইন্দুবালা দেবী ও ফিরোজা বেগম প্রমূখ শিল্পী। বিদ্রোহী কবির মৃত্যুর পর অঙ্গুরবালার লেখা "ভুলি কেমনে আজো যে মনে" শিরোনামে ঢাকার দৈনিক বাংলা পত্রিকায় একটি স্মৃতিচরণমূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। আঙ্গুরবালা লিখেছিলেন, "গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সেল রুমে মানুষটির দিকে তাকালাম। সৌম্যমূর্তি হাসি হাসি মুখ দু'চোখে ধারালো দীপ্তি।" এ ছাড়াও নজরুল ইসলাম হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন তৎকালীন আলোড়ন সৃষ্টিকারী নন্দিত চিত্র নায়িকা ও সঙ্গীত শিল্পী "কানন বালা" দেবীর সঙ্গেও।

অবশেষে ১৯৭৬ সালে পবিত্র রমজান মাসে কবি ইহজগতের মায়া ত্যাগ করে পরপারে পারি জমান। জীবদ্দশায় তিনি তাঁর কবিতায় বলেছিলেন-

"মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই
সে গোরে থেকেও মুয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই"

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত সুহৃদ বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে দাফন করা হয়েছে। লেখা ও কর্মের মাঝে তিনি চিরঞ্জীব। আমরা তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

তথ্য সূত্রঃ নজরুল রচনা সমগ্র ও
নজরুল জীবনের অশ্রুত কাহিনী

■ লেখক: মোঃ শামীমুল ইসলাম
উপ পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস

# জানা অজানা



## বাচ্চুর রূপালী গিটার

চট্টগ্রামের প্রবর্তক মোড়ে প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী আইয়ুব বাচ্চুর স্মরণে স্থাপন করা হয় ১৮ ফুট উচ্চতার রূপালী গিটার। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ আনুষ্ঠানিকভাবে এটি উদ্বোধন করা হয়। স্টেইনলেস ষ্টিলের পাত দিয়ে তৈরি গিটারটিতে রয়েছে ৬টি তার। গিটারের চারপাশে রয়েছে দৃষ্টি নন্দন ফোয়ারা।

## মন বৈরাগী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জীবনীভিত্তিক নতুন সিনেমা। সঞ্জয় লীলা বানসালি এবং মহাবীর জৈন প্রযোজিত এ ছবিটি মোদির জীবনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিয়ে তৈরি করা হবে। সিনেমাটি পরিচালনা করবেন সঞ্জয় ত্রিপাঠি। ছবিতে কিশোর মোদির চরিত্রে দেখা যাবে নতুন অভিনয়শিল্পী অভয় বর্মাকে। আর আগে ২৪ মে ২০১৯ বলিউড অভিনেতা বিবেক ওবেরয়ের অভিনয়ে 'পিএম নরেন্দ্র মোদি' নামে মোদির প্রথম বায়োপিক বাজারে আসে।

## স্মরকমুদ্রায় বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে চারটি বিশেষ স্মারকমুদ্রা প্রকাশ করা হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে- একটি স্বর্ণমুদ্রা, একটি স্মারকমুদ্রা, একটি ১০০ টাকা মূল্যমানের স্মারকনোট এবং একটি ২০০ টাকা মূল্যমানের স্মারকনোট। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ উদ্যোগ নিয়েছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে বিভিন্ন স্মারকমুদ্রা, নোট ও ফোল্ডার মুদ্রণ করে থাকে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ পর্যন্ত স্মারকমুদ্র, নোট ও ফোল্ডার মিলিয়ে ১৭টি স্মারকমুদ্রা রয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। এ সঙ্গে নতুন করে যোগ হবে আরও চারটি স্মারকমুদ্রা। এসব স্মারকমুদ্রা বা নোট বিনিময়যোগ্য নয়। স্মারকমুদ্রার বিক্রয়মূল্য ২৫ টাকা থেকে ৫০,০০০ হাজার টাকা। একজন ব্যক্তি একবারে ৫টি স্মারকমুদ্রা কিনতে পারেন।

## ঘোড়দৌড়ে নারী জকি

প্রথমবারের মতো সৌদি আরবে ঘোড়দৌড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন একজন নারী জকি। তার নাম নিকোলা করি। ২০২০ সালে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত বিশ্বের সবচেয়ে দামি ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন তিনি।

## দুই বোন সেনাবাহিনীর জেনারেল

যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর ইতিহাসে অনন্য এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন দুই বোন মারিয়া বারেট ও পাওলা লডি। দেশটির সেনাবাহিনীতে দুই ভাইয়ের জেনারেল হওয়ার ঘটনা অনেকবার ঘটলেও দুই বোনের জেনারেল হওয়ার ঘটনা এই প্রথম। এ দুই বোনের একজন মেজর জেনারেল এবং আরেকজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। মেজর জেনারেল মারিয়া বারেট নেটকমের কমডিং জেনারেল। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী মারিয়া ১৯৮৮ সালে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে কমিশনপ্রাপ্ত হন। আর ছোট বোন লডি জুলাই ২০১৯ পদোন্নতি পেয়ে সার্জন জেনারেল অফিসের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ পদে দায়িত্ব নেন।

## দক্ষিণ এশিয়ার সর্বোচ্চ টাওয়ার

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ দক্ষিণ এশিয়ার সর্বোচ্চ টাওয়ারের উদ্বোধন করে শ্রীলংকা। দেশটির রাজধানী কলম্বোতে নির্মিত কলম্বো লোটাস টাওয়ার নামের টাওয়ারটি দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেয়া হয়। ৩০,০০০ বর্গমিটার এলাকাজুড়ে ১৭ তলা বিশিষ্ট টাওয়ারটির উচ্চতা ৩৫৬ মিটার (১,১৬৮ ফুট)। দক্ষিণ এশিয়ার সর্বোচ্চ আকাশচুম্বী এ টাওয়ারে রয়েছে একটি টেলিভিশন টাওয়ার, একটি হোটেল, টেলিকমিউনিকেশন জাদুঘর, রেস্তোরা, অডিটরিয়াম, পর্যবেক্ষণ ডেক, শপিংমল ও কনফারেন্স সেন্টার। ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে নির্মিত এ টাওয়ারের চীন অর্থায়ন করেছে মোট খরচের ৮০%।

## আমাজন রক্ষায় ৭ দেশের চুক্তি

ভয়াবহ দাবানলে পুড়তে থাকা বিশ্বের সর্ববৃহৎ চিরহরিৎ বৃষ্টি-অরন্য আমাজন রক্ষায় দক্ষিণ আমেরিকার সাতটি দেশ একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। দেশগুলো হলো- ব্রাজিল, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, গায়না, পেরু ও সুরিনাম। চুক্তিতে দুর্যোগ মোকাবিলা নেটওয়ার্ক ও স্যাটেলাইট নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং নতুন বনায়নের কথা বলা হয়। ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ কলম্বিয়ায় অনুষ্ঠিত এক শীর্ষ সম্মেলনে 'আমাজন নদী অববাহিকার দেশগুলো এ চুক্তিতে পৌঁছায়।' লিটিসিয়া প্যাক্ট ফর আমাজন নামের নতুন এ চুক্তিতে আমাজন বন রক্ষার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরা হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার আটটি দেশে (ব্রাজিল, পেরু, কলম্বিয়া, ভেনিজুয়েলা, ইকুয়েডর,বলিভিয়া, গায়না ও সুরিনাম। বিস্তৃত আমাজন বন। এ বন উল্লেখযোগ্য মাত্রার কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণের মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভমিকা রাখে। বিশ্বের মোট অক্সিজেনের প্রায় ২০ শতাংশের জোগানর দেয় এ বন। এখানে ৩০ লাখ প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি রয়েছে বসবাস করে ১০ লাখ ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির মানুষ।

## বন্যপ্রাণী পারাপারে উড়ালসেতু

যুক্তরাষ্ট্রের হাইওয়ে ১০১ এর কারণে ক্যালিফোনিয়া অঙ্গরাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে সান্তা মনিকা পর্বতশ্রেণির বন্য প্রাণীদের বাস্তুসংস্থান দুভাগ হয়ে পড়েছে। এর ফলে ক্যালিফোর্নিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত প্রাণী পাহাড়ি সিংহ বিলুপ্তির মুখে পড়েছে। তবে এ থেকে সমস্যা সমাধানে সাউর্দান ক্যালিফোর্নিয়া কর্তৃপক্ষ একটি অভিনব ব্যবস্থাও নিয়েছে। তাঁরা ১০ লেনের মহা সড়কটির এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত একটি ২০ ফুট দীর্ঘ উড়াল করিডর নির্মাণ করতে যাচ্ছে। নির্মাণ শেষ হলে এটিই হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বন্যপ্রানী পারাপারের উড়াল করিডর। বনের প্রাকৃতিক পরিবেশের আবহ রেখেই এ উড়াল করিডরের নকশা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এর নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ৮ কোটি ৭০ লাখ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ৭৩৫ কোটি টাকার বেশি। করিডরটি নির্মিত হলে পাহাড়ি সিংহরা সান্তা মনিকা পর্বতশ্রেণির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবে এবং সঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বংশবিস্তার করতে পারবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ২০৩০ সালেই এটি উদ্বোধন করা হবে।

■ তথ্য সংগ্রহ: **জন্মজয় কুমার দাশ**
সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত

# চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

# চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

# চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

# চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

*৪২ ও ৪৩তম সিএএলটি'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান জাতীয় কমিশনার*

*৪২ ও ৪৩তম সিএএলটি'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জাতীয় কমিশনার প্রশিক্ষণ*

*৪২ ও ৪৩তম সিএএলটি'র প্রশিক্ষকবৃন্দের সাথে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ*

*৪২ ও ৪৩তম সিএএলটি'র অংশগ্রহণকারীবৃন্দ*

*শাপলা অ্যাওয়ার্ড এর লিখিত মূল্যায়ণে কাব স্কাউট*

*পেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড এর লিখিত মূল্যায়ণে স্কাউট*

# চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

# চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

# চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

# চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

# ভ্রমণ কাহিনী

## ফ্রান্স জাতীয় জাম্বুরীতে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রতিনিধিদল

অন্যদিনের মত স্কাউটরা ইভেন্টে গেল। জাম্বুরী এলাকায় গরম বেশী তাই রোদের মধ্য দিয়ে স্কাউটরা যে যে রাস্তায় চলা চল করে সেই রাস্তায় পানির স্প্রে মেশিন বসানো হয়েছে। যাতে স্কাউটরা স্প্রে থেকে হাত মুখে পানির ছিটা নিয়ে কিছুটা স্বস্থি পায়। সকল ব্যবস্থা ও সুযোগ শুধু স্কাউটদের কথা বিবেচনা করেই করা। ইভেন্টে শুধু স্কাউটদের জন্যই নয় লিডার দের জন্য ও ছিল। তবে ফরাসি ভাষায় কথা বার্তা ছিল বলে ঠিক মত বোধগম্ম হয়নি না। আজকের দুপুরের খাবারও পিকনিক। স্কাউটরা ইভেন্টে খাবে। আর লিডারদের জন্য এক জায়গায় রেডিমেড ব্যবস্থা। তবে শর্ত হলো লিডাররা ৮ জনের টিম করে খাবার গ্রহণ করবে। ৮ জন না হওয়া পর্যন্ত খাবার পাওয়া যাবে না। চিকেন দিয়ে আলু,এটাই মেইন ডিস। সাথে, রুটি, আপেল জুস ও শেষে আপেল টুকরার সমান এক টুকরা তরমুজ। হার্ড ড্রিংসও নেয়া যেতে পারে। বেশ লাঞ্চ হয়ে গেল। আজ ইউরোপের রেকর্ড উষ্ন তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রী। আমাদের গার্লস স্কাউট ইউনিট লিডার মোহনাকে নিয়ে ২৫ কিলোমিটার দূরের পৌছি সেন্ট্রাল হাসপাতালে। তাই গার্ল ইন স্কাউট টিমের সাথে এক একদিন এক একজন স্থানীয় স্কাউটার অংশগ্রহণ করেন।

দুপুরের খাবার শেষ আরেকটি ইভেন্ট তারপর ডিনার প্রিপারেশন। আজকে আমাদের জন্য হালাল বিফ স্টেক (লবন মরিচ ছাড়া) সাথে খুদের চাল এর চেয়ে ক্ষুদ্র চালের ভাত (এটা আফ্রিকান ডিস)। আর রুটি মাখন, আপেল, টিনজাত টুনা ফিস, ইউগার্ট তো আছেই। আজকে ডিনার শেষে টাউন (৫ টি ভিলেজ নিয়ে একটি টাউন) ভিত্তিক কালচারাল শো। ডিনার শেষে সবাই ভিলেজ ভিত্তিক দলে দলে টাউনের উদ্দেশ্যে যাত্রা। ব্যাপক আনন্দ উপভোগ করে সবাই তাঁবুতে ফিরে এলো, ঘুমের আগে ফ্রেস হয়ে এসে ঘুমানো। আমরা লিডাররা ঘুমের আগে মিটিং করলাম আগামীকাল আমাদের জন্য বড় একটা কাজ আছে। জাম্বুরীর শেষ দিন বিকেলে মানে ৪টার সময় আমরা বাংলাদেশে দিবস পালন করব। ক্যাম্প এলাকায় যতটুকু সম্ভব বাংলাদেশ বাংলাদেশ একটা আবহ সৃষ্টি করব। আমরা বাংলাদেশী পোষাক পড়ব, বাংলা খাবার পরিবেশন করব, বাংলাদেশের ঐতিহ্য তুলে ধরব। পরিকল্পনা অনুসারে প্রায় তিন'শ জনের উপযোগী খিচুড়ি রান্না হলো। ছেলেরা কালো চেক লুঙ্গি ও হলুদ পাঞ্জাবী পড়লাম, সবার গলায় গামছা, মেয়েরা পড়লো হলুদ চেক শাড়ি, ব্লাউজ। স্বাগত খাবার হিসেবে বাতাসা, দেশি চকোলেট পালস, খই, শুকনো মিষ্টি পরিবেশন করা হলো। আগত সব মেয়ের হাতে মেহেদী পরানো হলো।

আমন্ত্রিত অতিথিদের দেশি গামছা দিয়ে বরণ করা হলো। পুরো বেপারটা এতটাই কালার ফুল হলো যে ফ্রান্সের স্কাউট, লিডারসহ অন্য দেশী অংশগ্রহণকারীরাও অভিভূত হয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো। আমাদের গার্ল স্কাউট রা মেহেদি পরিয়ে দিচ্ছে বিশাল লাইন ধরে ছেলে মেয়ে লিডার সহ প্রায় সবাই মেহেদী পরে হাত রাঙিয়ে নিচ্ছে। বাংলা খিচুড়ি খাচ্ছে খুব মজা পাচ্ছে আর বলছে এক্সিলেন্ট টেস্ট বাট লিটল বিট স্পাইসিচ। কারো কারো চোখে হালকা পানি তবে হাসি মুখে খাচ্ছে। আমরা গর্ব ভরে বিদেশি অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে আমাদের ঐতিহ্যর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম। এরই মাঝে আমাদের স্কাউট আরিয়ান ও আদেল তাহমিদের জন্মদিনও পালন করা হলো। রীতিমত জন্মদিনের কেক কেটে, বেলুন উড়িয়ে, উপহার দিয়ে পালন করা হলো ওদের জন্মদিন। কার্যত: জাম্বুরীতে আগত ২২ হাজার ছেলে মেয়ের মধ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস কন্টিনজেন্টের ১৬জনের পোষাক ছিলো সকলের চেয়ে স্মার্ট। অনানুষ্ঠানিক পোষাকও সবার চেয়ে আলাদা, রঙ্গিন এবং পরিচ্ছন্ন। তাছাড়া, উপহার বিতরন, দেশের সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস,প্রস্তুতি ছিলো অন্যদের তুলনায় অনেক ভালো।

এর পরেই ডিনার প্রিপারেশন আজকের বিফ স্টেক। তবে খিচুড়ি দিয়ে খাওয়ার জন্য আমাদের স্কাউটরা বিফকে হলুদ মরিচ মাখিয়ে

ঝাল করে ফ্রাই করলো। সবাই একসাথে খেলাম টুইন গ্রুপের সবাই খিচুড়ি আর মাংস। আজকে সবাই খেলো তুপ্তির সাথে। উল্লেখ্য, আমরা বাংলাদেশে থেকেই চাল, ডাল, মসলা, পেঁয়াজ, মসলা নিয়ে এসেছিলাম। ভরপেট খেয়ে গ্র্যান্ড ক্যাম্প ফায়ার ও সমাপনি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করার জন্য মূল এ্যরিনায় যাওয়ার পথে রওয়ানা হলো। কিন্তু হঠাৎ ভিলেজ কর্তৃপক্ষ তাড়াহুড়া করে আমাদের সবাই কে মূল এ্যরিনায় যেতে বললো, নিজেরাও অফিস গুটিয়ে ফেললো দ্রুততার সাথে। কারণ জানা গেল আবহাওয়া বিভাগের পূর্বাভাষ মতে সন্ধ্যার পর মানে ৮/৯টার দিকে শিলা বৃষ্টিসহ ঝড় হতে পারে। বড় বড় গাছের ছায়ায় তাঁবুতে এত বিশাল সংখ্যক স্কাউটের অবস্থান নিরাপদ না। তাই খোলা মাঠ মূল এরিনায় গেলে নিরাপদ থাকা যাবে। এইলক্ষ্যে খুব দ্রুতই পুরো জাম্বুরী এলাকা খালি করে ২২ হাজার অংশগ্রহণকারীকে মূল এ্যরিনায় নিয়ে যাওয়া হলো। যথা সময়ে উঁচু মঞ্চে শুরু হলো জাঁক জমক পূর্ন ক্যাম্প ফায়ার ও সমাপনী অনুষ্ঠান। নেই কোনো প্রধান অতিথি, নেই কোনো বক্তৃতা। নাচ গান ডিসপ্লে চলছে পারফর্মার সবাই স্কাউট ও কর্মকর্তা। গ্রীষ্মকালে আগুন জ্বালিয়ে অনুষ্ঠান করা নিরাপদ নয় বিধায় অগ্নি প্রজ্বলন করা হলো না। তখন প্রচন্ড গরমে হাওয়া বইছে। মাঠের চারিদিকে ভলান্টিয়াররা বোতল দিয়ে পানি ছিটাচ্ছে। পিচকারী দিয়ে স্কাউটদের মুখে, মাথার উপর পানি ছিটিয়ে ঠান্ডা করার চেষ্টা চলছে। আর খাবার পানির বোতল বিলানো হচ্ছে হাজার হাজার। তারপরও স্কাউট/লিডার/স্বেচ্ছাসেবক কেউ কেউ ফিট হয়ে পড়ে যাচ্ছে। মেডিকেল টিম, এ্যাম্বুলেন্স, স্টেচার সহ সিকিউরিটি টিম খুব তৎপরতার সাথে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অনুষ্ঠান চলছে ঠিকই। আমরা বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে এখানে খুব সহজেই খাপ খাওয়ালাম। কারণ একই সময় বাংলাদেশেও ৩৭/৩৮ ডিগ্রি তাপমাত্রা চলছে। আমরা কিছুটা অভ্যস্ত তাই আমাদের কোনো সমস্যা হলো না। কিন্তু ইউরোপীয়ানদের জন্য এটা অস্বাভাবিক তাপমাত্রা। গত অর্ধ শতাব্দির মধ্যে এত বেশী তাপমাত্রা ফ্রান্সে হয়নি। এই ক্রাইসিস ব্যবস্থাপনা আমি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলাম আর উপলব্ধি করলাম প্রত্যেকেই তার কাজ দায়িত্ব নিয়ে করলে যে কোন কঠিন পরিস্থিতি ও সামলে নেয়া যায়। অনুষ্ঠান শেষ হবার কথা ১০ টায় কিন্তু সাড়ে ১০ টা বেজে যাচ্ছে শেষ হচ্ছে না। খবর নিয়ে জানলাম আবহাওয়া অনুকূলে আসার খবর না আসা পর্যন্ত স্কাউটদের তাঁবুতে যেতে দেয়া হবে না। তাই অনুষ্ঠান দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে। রাত ১১ টা নাগাদ আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়ে এলো এবং ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস বাতিল হল। তখন ভিলেজ ভিত্তিক স্কাউটদের ছাড়া শুরু হলো। কিন্তু ষ্টেজে অনুষ্ঠান তখনো চলছিলো। কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলো না। খুব স্বাভাবিক ভাবেই ভিলেজ ভিত্তিক তাঁবুর দিকে রওনা হলো, বাকিরা বসে বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করতো থাকলো। মাঠে আগমন এবং মাঠ ত্যাগ প্রক্রিয়াটাও যেন পূর্ব পরিকল্পিত। কোন ভিলেজ আগে আসবে, কোথায় বসবে, কোন ভিলেজ পরে আসবে কোথায় বসবে সবই যেন নির্ধারন করা। কোন হৈচৈ নেই, মাইকে তারস্বরে নির্দেশনা দেওয়া নেই। ২২ হাজার শিশু কিশোরের কলকাকলি নেই, মাইকের প্যাকপ্যাকানি নেই। আছে নিরব কর্মসূচি বাস্তবায়ন। জাম্বুরী সংগীত সকলে মূখস্ত করে এসেছে,নাচের চর্চ্চা করে এসেছে বাড়ি থেকে।

তাঁবুতে ফিরে ঘুমের আয়োজন। পরের দিন সকালেই জাম্বুরী এলাকা ত্যাগ করবো। বিদায় সব সময়ই বেদনা দায়ক। তাই সবার মনেই বিষাদের তেতো স্বাদ। কেউ কারো ভাষা জানি না, সংস্কৃতি মিলে না। তবুও এত তাড়াতাড়ি একের সাথে অপরে কানেক্টেড হয়ে গেলাম! তাজ্জব ব্যাপার। এই তাহলে "কানেক্ট" জাম্বুরীর কানেকশন যাদু!

সকালে উঠে ব্যাগ গুছিয়ে তাঁবুগুলো গুটিয়ে ফেললাম। পরে নাস্তা সেরে ক্যাম্প অফিসিয়ালদের কাছে বিদায় নেয়া, টুইন টিমের সদস্যদের কাছে বিদায় নেয়া ইত্যাদি শেষে ভিলেজ ত্যাগ করলাম। প্যারিসে গিয়ে সরাসরি ফ্রেন্স শিক্ষামন্ত্রীর অফিসে মন্ত্রীর সাথে দেখা করতে যাবো। তাই সবাই স্কাউট ইউনিফর্ম পরেই ক্যাম্প ত্যাগ করলাম। ক্যাম্প ত্যাগ করার আগেই শুরু হলো হলো মূষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টি হওয়ার কথা ছিলো রাত ১০টায়, সেখানে বৃষ্টি হচ্ছে সকাল ৮টায়। কি বাংলাদেশ আর কি ফ্রান্স, সব দেশের আবহাওয়া অফিসই তাহলে ভূল তথ্য দেয়! ঘোষিত সময়ের ১০ ঘন্টার পর বৃষ্টি! দেশ থেকে যাওয়ার সময় জ্যাকেট কাম রেইন কোট তৈরী করে নেয়া হয়েছিল। বৃষ্টি শুরু হওয়ার সাথে সাথে সেগুলো গায়ে চাপিয়ে নেয়া হলো। টানা বৃষ্টিতে সবাই কাকভেজা হয়ে জাম্বুরী মাঠ ত্যাগ করলেও জ্যাকেটের উসিলায় আল্লাহ এ যাত্রায় সর্দি জ্বর থেকে বাঁচিয়ে দিলেন তার এই নালায়েক বান্দাদের। নীল রংয়ের জ্যাকেট গায়ে আমাদের ছেলে মেয়েদের দারুন লাগছিলো। বৃষ্টি আমাদের বিদায় জানালো। বিদায় জাম্ভিল, বিদায় ফ্রেন্স জাম্বুরী 'কানেক্ট'। স্যাটল বাসে করে মিলানো রেল ষ্টেশনের পথে যাত্রা করলাম।

মিলানো রেল ষ্টেশন চত্বরে গিয়ে বাস থেকে সবাইকেই নেমে যেতে হলো। এখান থেকেই জাম্বুরী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব শেষ। সেই সাথে কার্যত: কানেক্ট জাম্বুরী থেকে বিদায় নেয়া হয়ে গেল। আমাদের কাছ থেকে ইউরো নিয়ে টিকিটও কিনে দিয়ে গেলেন জাম্বুরী কর্তৃপক্ষ। আরসিসি ঢালাইকৃত ষ্টেশন চত্বর থেকে সিঁড়ি বেয়ে প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচুতে রেল ষ্টেশনে উঠতে হলো। তারপর মেশিনে নিজ নিজ টিকিট পাঞ্চ করলে গেট খুলে গেল আর এক এক করে ষ্টেশনে ঢুকলাম। আমরা ছাড়া স্বল্প সংখ্যক যাত্রী ষ্টেশনে। পাড়া গাঁয়ের রেল ষ্টেশন হলেও আমাদের কমলাপুর রেলষ্টেশন থেকে অনেক আধুনিক। প্রতি ঘন্টায় একটা ট্রেন এখানে আসে আর যায়। ১৫ মিনিটের মধ্যে ট্রেন চলে এলে উঠে পড়লাম। আর সেই পূরনো অভ্যাসে পেয়ে বসলো। চারদিকে ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখতে থাকলাম আর মনে মনে বললাম বিদায় জাম্বভিল, বিদায় মিলানো। তোদের সাথে জীবনে আর দেখা নাও হতে পারে। এই পাহাড়, এই যে পাহাড়ের পাদদেশে টালীর ঘরগুলো,দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের ক্ষেত এগুলোও তো আর দেখা হবে না। আর হাটা হবে না এখানকার নিরিবিলি পাকা সড়ক পথে আর কোনকালে ইট বিছানো ক্ষয়ে যাওয়া জাম্বভিল স্কাউট ক্যাম্পে। মৌচাকের সাথে জাম্বভিলের একটা মিল খুঁজে পেলাম আমি। দু'টি উঁচু উঁচু বড় বড় গাছপালা পরিবেষ্টিত ক্যাম্প সাইট। কিন্তু দু'টির কোনটিতেই কোন পাখির কলতান নেই। দু'টি ক্যাম্প সাইটেই বনজ গাছের ঘন বন। ঔষধি গাছ,ফলজ গাছ নেই বললেই চলে। কাকতালীয় বটে! তবে, বৈপরিত্যও আছে। মৌচাকে জাম্বুরী হয়, বনভূমির পার্শ্বে নিচু জমিতে, আর জাম্বভিলে জাম্বুরী হয় বনভূমির ভেতরে, গাছের ছায়ায়। বাংলাদেশে জাম্বুরী হয় শীতকালে আর ফ্রান্সে জাম্বুরী হয় গ্রীষ্মকালে।

■ লেখক: স্কাউটার মীর মোহাম্মদ ফারুক
সদস্য
জনসংযোগ, ও মার্কেটিং প্রকাশনা বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ স্কাউটস
বাই সাইকেলে বিশ্ব ভ্রমণকারী।

# কৈশোরে খাদ্যাভ্যাস

খাবার হল শরীরের প্রাণশক্তির উৎস। একজন মানুষের সুস্থ থাকা এবং কর্মোদ্দীপণাময় ও প্রাণপ্রাচুর্যপূর্ণ জীবনযাপনের মূলশর্তও খাবার। খাদ্যাভাসের উপর মানুষের দেহ কাঠামো গড়ে ওঠে। পাঁচ বছরের পর থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত অনেক ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানবশিশু পূর্ণবয়স্ক মানুষে পরিণত হয়। এই সময়টাকে কৈশোর বলা হয়। কৈশোরের সুস্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে পরবর্তী জীবনে সুস্থ থাকা। এটা হলো বাড়ন্ত বয়স। খেলাধুলা, চঞ্চলতা, পড়াশুনার জন্য এ বয়সে প্রচুর ক্যালরি দরকার হয়। কৈশোরে পরিমিত পুষ্টি ও ক্যালরি চাহিদা পূরণ হলে দীর্ঘদিন সবল থাকা যায় এবং নানা ধরণের শারীরিক সমস্যা থেকেও রেহাই পাওয়া যায়। তাই কিশোর- কিশোরীদের সুস্বাস্থ্যের জন্য সঠিক খাদ্যাভাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাঁচ থেকে ছয় বছরের মধ্যে শিশুর মস্তিস্কের প্রায় ৯০ ভাগ তৈরি হয়ে যায়। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে বাকি অংশ পূরণ হয়। তাছাড়া মস্তিস্কের স্নায়ু সংযোগও ঘটে এ সময়ে। এ কারণে শৈশবে পুষ্টির গুরুত্ব অনেক বেশি। খাবার থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা গ্রহণ করেই শৈশবে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি হয়। কিন্তু সঠিক উচ্চতা গড়ে উঠে দশ থেকে বিশ বছরের মধ্যে। এ সময় যেমন শারীরিক নানা পরিবর্তন ঘটে তেমনি মনের মাঝেও চলতে থাকে নির্দিষ্ট বিরতিতে নানা ধরনের ষড়ঋতুর খেলা। পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য এসময় কিশোর-কিশোরী উভয়েরই বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। শরীরকে উপযুক্ত করে তুলতে এ বয়সে খাবারের চাহিদা তৈরি হয়। কিশোর বয়সে সঠিক খাবারের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে পরবর্তী জীবনের সুস্বাস্থ্য। আর উপযুক্ত খাদ্যগুণ সমৃদ্ধ খাবারের উপর নির্ভর করে ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক স্বাস্থ্য।

কিশোর-কিশোরীদের খাদ্য তালিকা হতে হবে সুষম খাবারে পরিপূর্ণ। শুধু স্বাদের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে পুষ্টি ও খাদ্যগুণ বিবেচনা করে সবরকম খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে। ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন খাবারের উপকারিতা ও পুষ্টি সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের ধারণা থাকলে তাঁরা সবরকম খাবার খেতে অভ্যস্ত হয়। যেমন অনেক বাচ্চারাই তিতা খাবার খেতে চায়না। কিন্তু তিতা খাবার আমাদের শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান বের করে দেয় সহজে। বাড়ন্ত বয়সে শারীরিক বৃদ্ধির জন্য আমিষের প্রয়োজন। এ সময় আমিষ জাতীয় খাবার বেশি দিতে হবে। যেমন দুধ ও দুধ জাতীয় খাবার, ডিম, মাখন, পনির, মাছ, মাংস ইত্যাদি। সুষম খাবার হিসেবে চালের সাথে বিভিন্ন রকমের ডাল ও সবজি দিয়ে রান্না করা খিচুড়ি খুব দরকারী। কারণ চালের সাথে ডাল মিশিয়ে রান্না করলে এতে পাওয়া যায় ২৪ রকমের এ্যামাইনো এসিড, যা শরীরের গঠন ও বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ডিমের মধ্যে রয়েছে পানি ছাড়া খাদ্যের সবকয়টি উপাদান, তাই ডিম অবশ্যই নিয়মিত খাদ্য তালিকায় রাখা দরকার। এগুলো শরীরের ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ করে হাড় ও দাঁত মজবুত রাখে। স্নেহ জাতীয় খাবারের মধ্যে ঘি, মাখন ও বিভিন্ন ধরনের বাদাম খুব প্রয়োজন। এগুলো শরীরের স্নায়ু টিস্যু তৈরিতে সাহায্য করে এবং শরীরে শক্তি জোগায়।

উঠতি বয়সে কিশোর-কিশোরীদের শরীরের চাহিদা অনুযায়ী খাবার দিতে হবে। খাদ্য তালিকায় বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি ও মৌসুমী ফল থাকা অত্যন্ত জরুরি। এতে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ও মিনারেলের চাহিদা পূরণ হয়। বিভিন্ন ধরনের তাজা ফলে আছে ভিটামিন, খনিজ, অ্যান্টি-অক্সিডিন্ট, ফাইবার ও কম ক্যালরি যা শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদানগুলো নির্মূলে সাহায্য করে। সেই সাথে চোখ ও ত্বককে উজ্জ্বল করে এবং হজম শক্তি বাড়ায়। আমাদের দেশি ফলের মধ্যে আমলকি এমনই ফল যা অসংখ্য খাদ্যগুণে ভরপুর। ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ আমলকি ত্বক, চুল, চোখ ভাল রাখতে অব্যর্থ। তাছাড়া লোহিত রক্তকণিকা বৃদ্ধি করে এবং দাঁত, নখ মজবুত রাখে। এর ভেষজ উপাদান শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে।

শরীরে প্রয়োজনীয় আয়রনের জোগান দিতে কচুশাকের জুড়ি নেই। এতে প্রচুর ভিটামিন-এ রয়েছে। কচুশাকের ভিটামিন-এ রাতকানা, ছানিপড়াসহ চোখের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়। নিয়মিত লেবু জাতীয় ফল দাঁত ও ত্বক ভাল রাখতে সাহায্য করবে। আবার কিশোরীদের রক্তশূন্যতা দূর করতে তেঁতুল খুব উপকারী। এ বয়সে ছেলেমেয়েরা রসুন, আদা এসব খেতে চায় না। তাই এসবের উপকারিতা বুঝিয়ে বলতে হবে, যাতে উপযুক্ত বয়সে ভেষজ খাবার হিসেবে এগুলো গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি হয়। যেমন ছোটবেলা থেকে সকালে পরিমিত মাত্রায় মধু খাওয়ার অভ্যাস থাকলে সর্দি, কাশি, জ্বর, হাঁপানী, পেটের পীড়া ইত্যাদি নির্মূল করে স্বাস্থ্যকর জীবন উপহার দেয়।

কৈশোরে অনেকেরই বিষন্নতা কিংবা হতাশায় ভোগার লক্ষণ দেখা যায়, এটা মারাত্মক ক্ষতিকর। তাই আশা, আনন্দপূর্ণ, স্বপ্নময় জীবন গড়ে তুলতে অবশ্যই খাদ্য তালিকায় থাকতে হবে ফুড ফর হ্যাপিনেস অর্থাৎ মন ভাল করা খাবার। শর্করা জাতীয় খাবার সেরাটোনিন হরমোনকে সক্রিয় করে মন ভাল রাখে। এক্ষেত্রে ভূষিসহ আটার রুটি, কলা, নাশপাতি, আপেল এগুলো খুব কার্যকর। প্রতিদিন অন্তত একবার কফি বা চা মস্তিস্ককে প্রাণবন্ত রাখে, তবে বেশি চা-কফি অবশ্যই ক্ষতিকর। কোলাইন ভিটামিন-বি কমপেক্সে একটি উপাদান, মনযোগ অর্থাৎ স্মৃতিশক্তির ওপর এর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এর অভাবে মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। তাই খাদ্য তালিকায় থাকতে হবে ডিমের কুসুম, কলিজা ইত্যাদি। বিষণ্নোতা দূর করতে কমলার রস, পালংশাক ইত্যাদি ফলিক এসিড সমৃদ্ধ খাবার ছাড়াও দই, মিষ্টি আলু, চকলেট মনকে রাখে সতেজ ও প্রফুল্ল।

বাড়ন্ত বয়সে কিশোর-কিশোরীদের লোভনীয় খাবারের প্রতি একটা সহজাত আকর্ষণ থাকে। কিন্তু উপকারী খাবার বলে যদি নিয়মিত একই খাবার দেয়া হয় তাহলে খাবারে এক ঘেয়েমি চলে আসতে পারে। এক্ষেত্রে খাবারের বৈচিত্র্য থাকা জরুরি। বাড়িতে সুষম খাবারের তালিকা করে এক একদিন এক এক রকম খাবার তৈরি করা যেতে পারে। এভাবে বিভিন্ন উপকারী উপাদানের বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাহার কিশোর-কিশোরীদের ঘরে তৈরি খাবারের প্রতি আকর্ষণ তৈরিতে সাহায্য করবে। আর বাইরের খাবার যেমন-ফাস্টফুড, প্যাকেটজাত খাবার ইত্যাদি যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। কারণ একবার এসবে অভ্যস্ত হলে ঘরের পুষ্টিকর খাবারে আগ্রহ ধরে রাখা কঠিন হবে।

■ লেখক: অগ্রদূত ডেস্ক

# খেলাধুলা

## ডাঙ্গুলি

বাংলাদেশের সব জায়গাতেই অল্প বয়সি ছেলেদের জনপ্রিয় এই খেলাটি অঞ্চলভেদে 'ডাংবাড়ি', 'গুটবাড়ি', 'ট্যামডাং', 'ভ্যাটাডান্ডা' ইত্যাদি নামে পরিচিত। তবে ডাঙ্গুলি নামেই এটি বেশি পরিচিত। আদতে ডাঙ্গুলি এখনকার জনপ্রিয় খেলা ক্রিকেটের গ্রাম্য সংস্করণ। ক্রিকেটের ব্যাট ও বলের মতো ডাঙ্গুলিতে আছে ডান্ডা ও গুলি। আরও মজার ব্যাপার যেটি তা হল, এখানেও ক্যাচ ধরা বা ডান্ডায় আঘাত করে আউট করার নিয়ম আছে। দুই থেকে পাঁচ-ছয়জন করে দুই দলে ভাগ হয়ে খেলতে পারে। খেলার উপকরণ প্রায় দেড় হাত লম্বা একটি লাঠি, একে বলে ডান্ডা। আরও লাগে তিন-চার ইঞ্চি সমান একটি শক্ত কাঠি যা 'গুলি', 'ফুলুক' বা 'ফুত্তি' নামে পরিচিত।

খোলা মাঠে একটি ছোট্ট গর্ত করা হয় শুরুতেই। প্রথম দান পায় যে দল তাদের একজন গর্তের উপর ছোট কাঠিটি রেখে বড় লাঠির আগা দিয়ে সেটিকে যতদুর সম্ভব দুরে ছুঁড়ে মারে। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা চারদিকে দাঁড়িয়ে সেটিকে লুফে নেওয়ার চেষ্টা করে। ধরতে পারলেই খেলোয়াড় আউট। অন্যথায়, খেলোয়াড় বড় লাঠিটিকে আড়াআড়ি ভাবে রাখে। অপরপক্ষ, ছোটকাঠিটি যে জায়গায় পড়েছে সেখান থেকে ছুঁড়ে মারে গর্তের দিকে। কাঠিটি যদি বড় লাঠিটিকে আঘাত করে তবে প্রথম খেলোয়াড় আউট হয়ে যায়। তা না হলে প্রথম খেলোয়াড় পড়ে থাকা কাঠির কাছে গিয়ে বড় লাঠি দিয়ে বিশেষ কায়দায় আঘাত করে সেটিকে শূন্যে তোলে। শূন্যে থাকা অবস্থায় বড় লাঠি দিয়ে আঘাত করে দুরে পাঠিয়ে দেয়। আগের মতোই অন্যেরা সেটা ক্যাচ ধরে আউট করার চেষ্টা করে ওই ক্রিকেটের নিয়মে। কেউ আউট না হলে প্রথম খেলোয়াড় বড় লাঠিটি গর্তের উপর রাখে আড়াআড়ি ভাবে। দুর থেকে অপরপক্ষ কাঠিটি ছুঁড়ে যদি বড় লাঠিকে আঘাত করতে পারে, তাহলেও মূল খেলোয়াড় আউট।

দ্বিতীয় দফায় যেখানে পড়লো ছোট কাঠিটি সেখান থেকে গর্তের দুরত্ব মাপা হয় লম্বা লাঠিটি দিয়ে মুনা, ধুনা, তিনা, চারা, পাঁচা, ছৈ, গৈ। এভাবে কয়-লাঠি গোনা হলো এবং প্রতিপক্ষের খেলার সময় ও দুজনের গোনাগুনতির পরিমাণের ওপরই নির্ভর করে খেলার জয় পরাজয়।

## গাইগোদানি

রাখাল ছেলেরা মাঠে গরু-ছাগল চড়ায় আর অবসরে খেলে গাইগোদানি। ময়মনসিংহ অঞ্চলে খেলাটি 'ফলাখাউট' নামে পরিচিত। ঘাস কাটার পাচুন এই খেলার উপকরণ। ভেজা এটেল মাটিতে এ খেলা জমে ভালো।

চার-পাঁচজন মিলে খেলা যায় গাইগোদানি। টসে যে হারে সে তার লাঠি মাটির উপর ছুড়ে শক্ত করে পুঁতে দেয়। আরেকজন তার লাঠি সেখানে এমনভাবে পোঁতার চেষ্টা করে যাতে আগেরটি আঘাত খেয়ে মাটিতে পড়ে যায় অথব পরস্পর গা ছুঁয়ে দাঁড়ায়। এতে সফল হলে লাঠিটি তার দখলে আসে। আর ব্যর্থ হলে প্রথম ছেলেটি আগের মতো খেলে দ্বিতীয়জনের লাঠিকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে। যে জয়ী হয় লাঠি দুটো নিয়ে তৃতীয় ছেলের সঙ্গে খেলে তারটিও দখলে আনার চেষ্টা করে।

এভাবে সবগুলো লাঠি একজনের আয়ত্তে এলে জয়ী খেলোয়াড় একে একে সবগুলো লাঠি দুরে ছুঁড়ে দেয়, শেষ লাঠি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা নিজ নিজ লাঠির খোঁজে ছুটে যায়। এই ফাঁকে বিজয়ী তার লাঠিটি সুবিধামতো জায়গায় লুকিয়ে রাখে। অন্য ছেলেরা ফিরে এসে তা খুঁজে বের করে এবং নিজের লাঠি দিয়ে স্পর্শ করে। যে সবার শেষে লাঠিটাকে স্পর্শ করবে তাকেই লাঠিটা মালিকের কাছে বয়ে আনতে হবে। পরে সে 'গাই' বা পরাজিত প্রতিযোগী হিসেবে নিজের লাঠি পুঁতে আগের মতো খেলা শুরু করে।

# কিভাবে গুগল ম্যাপে অ্যাড করবেন আপনার বাড়ির নাম ও ঠিকানা

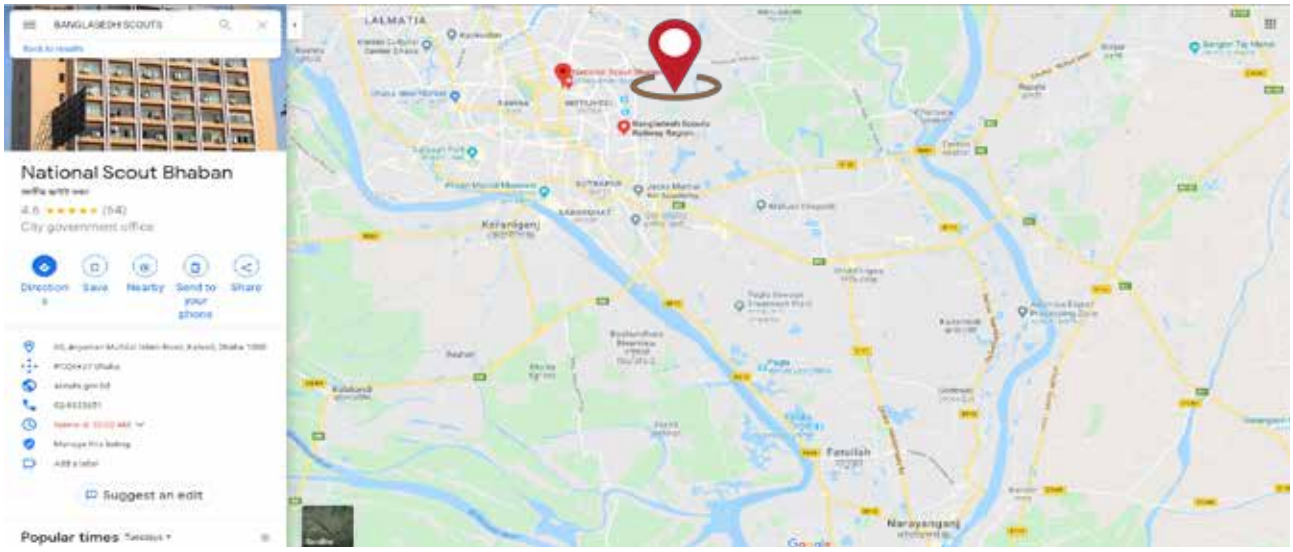


আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার জমানায় আমরা প্রতি মুহূর্তেই প্রায় গুগল ম্যাপ এর সাহায্য নিয়ে থাকি । অনলাইনে শপিং করা থেকে ক্যাব বুক করা পর্যন্ত প্রতি ক্ষেত্রেই আমরা গুগল ম্যাপের সাহায্য নিই। কোনো ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের বাড়ির ঠিকানা সার্চ করে থাকি গুগল ম্যাপে, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা সঠিক জায়গাটির সন্ধান করে উঠতে পারিনা।

বিশেষত ক্যাব বুক করার ক্ষেত্রে বা আপনার বাড়ির ঠিকানার সম্পর্কে কাউকে অবগত করতে গিয়ে এই ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় । আপনি যদি কখনও এমন সমস্যার সম্মুখীন হন তবে এখানে আমরা তার সমাধান করেছি।

এখানে আমরা জানাবো আপনি কিভাবে গুগল ম্যাপে আপনার বাড়ির নাম ও ঠিকানা অ্যাড করবেন । তবে আপনার দেয়া বাড়ির ঠিকানা সম্পর্কিত ডিটেইলস গুলি গুগল আগে ভেরিফাই করবে। তারজন্য এক থেকে দুদিন সময় নেবে।

জেনেনিন কিভাবে বাড়ির নাম ও ঠিকানা গুগল ম্যাপে অ্যাড করবেন-

১. প্রথমে "গুগল ম্যাপ" অ্যাপটি ওপেন করে সার্চ ট্যাবের পাশে থাকা তিনটি লাইনে ক্লিক করুন। তিনটি লাইনটিকে মেনু বলা হয়।
২. মেনু ওপেন করার পর একটি নতুন পেজ ওপেন হবে। সেখানে নিচের দিকে থাকা "Add a missing place" এ ক্লিক করুন।
৩. এরপর আবার একটি নতুন পেজ ওপেন হবে। সেখানে গিয়ে বাড়ির নাম ও ঠিকানা সম্পর্কিত ডিটেলস দিতে হবে । এখানে আপনি আপনার লোকেশন মার্ক করতেও পারেন ।
৪. লোকেশনের সাথে আপনি এখানে দোকানের নাম, ওয়েবসাইট বা বিসনেস কার্ডও অ্যাড করতে পারেন ।
৫. এরপর যখন ফোনের লোকেশন অন করবেন তখন গুগল নিজে থেকেই আপনার লোকেশন সিলেক্ট করে নেবে।
৬. আপনি যদি ভুল লোকেশন দিয়ে থাকেন "Your contribution" থেকে সেটা এডিট করে সঠিক লোকেশন দিতে পারেন।

গুগল কোম্পানি "গুগল ম্যাপের" অ্যাপটিতে অনেক নতুন ফিচার্স যুক্ত করতে চলেছেন । যার সাহায্যে "অজ ন্যাভিগেশন " ও "set depart and appart time " জাতীয় সুবিধা পেতে পারেন ।

■ তথ্যসূত্র: Tech Gup Desk
March 24, 2019
সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

# ছড়া-কবিতা

## নিবেদিত আত্মার কথা

**মো. মামুন মন্ডল**

এক নিবেদিত আত্মার কথা বলছি শোনো
এ যেনো মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মার কথা
ইতিহাসে যে নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা,
যার অমৃত সুধা পানে
সাহিত্য প্রেমীরা পেয়েছেন
এক দীপ্ত আলোর দেখা।
তিনি সব্যসাচী সৈয়দ শামসুল হক
মরেও যেনো বেঁচে রয়েছেন
এই চিরসবুজের দেশ বাংলার বুকে...
তিনি রয়েছেন কোটি জনতার মাঝে
যার কৃতিত্বের গুণগান
আজও রটে সবার মুখে।
তার জাগরণী ডাকে এ পথ চলা
এ যেনো সব্যসাচীর দেখানো পথ
যে পথে কলম চলবে অবিরত...
যতই আসুক প্রলয়লীলা
তাঁর প্রেরণায় দুহাতে রুখিব
বিপদ আসুক যত।
এ অদম্য পথে চলতে গিয়ে
যে ধ্বনিটি বারবার শুনতে পাই,,,
কবি যেনো কবর থেকে বলছেন ডেকে
'জাগো বাহে কোনঠে সবাই'।

(কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, কুড়িগ্রাম)

¯§i‡Y I k×vq...

## ˆmq` kvgmj nK

জন্ম: ২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫
মৃত্যু: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬

# সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর

## দেশের খবর...

**০১.০৯.২০১৯ ॥ রবিবার**
– রংপুর-৩ সংসদীয় আসনের উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

**০২.০৯.২০১৯ ॥ সোমবার**
– রাষ্ট্রয়ত্ত টেলিভিশন চ্যানেল বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) ভারতে আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার শুরু।

**০৩.০৯.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার**
– অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র ও নারী বিষয়ক মন্ত্রী মেরিস পেইন তিনদিনের সফরে ঢাকা আসেন। ২১ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার কোনো পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এটাই প্রথম বাংলাদেশ সফর।

**০৪.০৯.২০১৯ ॥ বুধবার**
– ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ জাওয়াদ জারিফ সংক্ষিপ্ত সফরে ঢাকায় আসেন।

**০৫.০৯.২০১৯ ॥ রবিবার**
– ১৭ দফা 'ঢাকা ঘোষণা'র মধ্য দিয়ে শেষ হয় দু'দিনব্যাপী -এর মন্ত্রী পর্যায়ের তৃতীয় সম্মেলন।

**০৮.০৯.২০১৯ ॥ রবিবার**
– একাদশ জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশন শুরু।

**১০.০৯.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার**
– পবিত্র আশুরা পালিত।

**১১.০৯.২০১৯ ॥ বুধবার**
– ঢাকায় প্রথমবারের মতো সুইজারল্যান্ড এবং বাংলাদেশের মধ্যে অভিবাসন সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত।
– দেশের ৫৯তম বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে 'কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড'-এর কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।
– জাতীয় সংসদে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (সংশোধন) বিল, ২০১৯' পাস।

**১২.০৯.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার**
– একাদশ জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশন সমাপ্ত।

**১৪.০৯.২০১৯ ॥ শনিবার**
– সংবাদকর্মীদের বেতন-ভাতা সর্বোচ্চ ৮৫ শতাংশ বাড়িয়ে ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ জারিকৃত নবম ওয়েজ বোর্ডের (নবম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড রোয়াদাদ, ২০১৯) গেজেট প্রকাশ করে সরকার।

**১৫.০৯.২০১৯ ॥ রবিবার**
– জেলা পরিষদ (তহবিল ও বিশেষ তহবিল) বিধিমালা, ২০১৯ জারি করে গেজেট প্রকাশ।

**১৬.০৯.২০১৯ ॥ সোমবার**
– ঢাকায় বাংলাদেশ-ভারত কোষ্টগার্ড মহাপরিচালক পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত।

**১৭.০৯.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার**
– বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের চতুর্থ ড্রিমলাইনার 'রাজহংস'-এর উদ্বোধন।

**২০.০৯.২০১৯ ॥ শুক্রবার**
– জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে যোগ দিতে আট দিনের সরকারি সফরে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

**২৭.০৯.২০১৯ ॥ শুক্রবার**
– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে ভাষণ দেন। এবার তিনি সাধারণ পরিষদে ১৬তম ভাষণ দেন।

## বিদেশের খবর...

**০১.০৯.২০১৯ ॥ রবিবার**
– দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি বর্বরতার জন্য পোল্যান্ডের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন জার্মান প্রেসিডেন্ট ফ্রঙ্ক ওয়াল্টার ষ্টেইনমেয়ার।

**০৩.০৯.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার**
– ইরানের মহাকাশ কর্মসূচির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে মার্কিন অর্থমন্ত্রণালয়। ইরানের মহাকাশ গবেষণার ওপর এটাই প্রথম কোনো নিষেধাজ্ঞা।

**০৪.০৯.২০১৯ ॥ বুধবার**
– বিতর্কিত আসামি প্রত্যর্পণ বিল প্রত্যাহারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন হংকংয়ের প্রধান নির্বাহী ক্যারি লাম।

**০৫.০৯.২০১৯ ॥ রবিবার**
– ইতালিতে নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন এবং প্রধানমন্ত্রী জিউসেপ্পে কন্তের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত।

**১০.০৯.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার**
– মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন পদত্যাগ করেন।
– ইরাকের কারবালা শহরে পবিত্র আশুরা উপলক্ষে আয়োজিত তাজিয়া মিছিলে পদদলিত হয়ে অন্তত ৩১ জন নিহত।

**১১.০৯.২০১৯ ॥ বুধবার**
– জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে মন্ত্রিসভা রদবদল করেন।

**১২.০৯.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার**
– ফ্যান্সে এক কারুশিল্পীকে মারধরের হুকুম দেয়ায় সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিল সালমানের বোন হাসা বিনতে সালমান আল সৌদকে ১০ মাসের কারাদণ্ড ও ১১,০০০ মার্কিন ডলার জরিমানা করেন প্যারিসের একটি আদালত।

**১৪.০৯.২০১৯ ॥ শনিবার**
– সৌদি আরবের 'আবকাইক ও খুরাইস' নামের দুটি তেলক্ষেত্র ড্রোন হামলা চালায় ইরান সমর্থিত ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা।

**১৫.০৯.২০১৯ ॥ রবিবার**
– তিউনিসিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত।

■ সংকলন: অগ্রদূত ডেস্ক

# দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর "পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ" কার্যক্রমের উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নত বাংলাদেশ এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর, সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে বাংলাদেশ স্কাউটস।

"পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ" শ্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ স্কাউটস এবং রেকিট বেনকিজার বাংলাদেশ এর উদ্যোগে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ" কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ বুধবার সকাল ১০.০০টায় আজিমপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রাণলয়ের সিনিয়র সচিব মো: শাহ্ কামাল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) মোঃ মহসিন এলটি, জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প) মোঃ মহসীন, জাতীয় উপ কমিশনার মো ফসিউল্লাহ্, সালাহউদ্দিন আহমেদ, ম্যানেজার রেকিট বেনকিজার, পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ এর ক্যাম্পেইন দূত চিত্র নায়ক রিয়াজ এবং আজিমপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর অধ্যক্ষ।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ কমিশনার, প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ, স্কাউট নেতাগণ এবং আজিমপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর গার্ল ইন স্কাউটস, গার্লস গাইডের সদস্যগণ এবং সাধারন ছাত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক "পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ" গড়ার লক্ষে সকলকে অঙ্গীকার করান ।

# অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৪২ ও ৪৩ তম সিএএলটি

২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে ২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাংলাদেশ স্কাউটস এরপরিচালনা ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ৪২ ও ৪৩ তম এসিস্টেন্ট লিডার ট্রেনার (সিএএলটি) কোর্স। কোর্স দুটির উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ বিভাগের জাতীয় কমিশরা মোঃ মহসিন এল.টি। ৪২ তম এসিস্টেন্ট লিডার ট্রেনার (সিএএলটি) কোর্সে ৫০ জন এবং ৪৩ তম এসিস্টেন্ট লিডার ট্রেনার (সিএএলটি) কোর্সে ৪৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করেন। কোর্স দুটির সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্তিত ছিলেন বাংলাদেশ

স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দূর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার ড. মো: মোজাম্মেল হক খান। তিনি সোশ্যাল নাইট অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

■ লেখক: রাসেল আহমেদ
সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং)
বাংলাদেশ স্কাউটস।

# ৭৯৬, ৭৯৭, ৭৯৮ ও ৭৯৯তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস, ফরিদপুর জেলার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো ৭৯৬, ৭৯৭, ৭৯৮ ও ৭৯৯তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স। প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে কোর্সের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, ফরিদপুর জেলার সভাপতি ও জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর জনাব অতুল সরকার। বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ফরিদপুর এবং অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব পরিমল চন্দ্র মন্ডল, জেলা শিক্ষা অফিসার, ফরিদপুর।

বাংলাদেশ স্কাউটস, ফরিদপুর জেলার সদর, নগরকান্দা, সদরপুর, আলফাডাংগা, ভাংগা, চরভদ্রাসন, বোয়ালমারী, মধুখালী ও সালথা উপজেলার যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাব ও স্কাউট দল নেই, সেসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ এই কোর্সে অংশগ্রহণ করে। এই ৪টি কোর্সে মোট ২০১ জন প্রশিক্ষণার্থী ও ১২ জন প্রশিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। কোর্স শেষে সকল অংশগ্রহণকারীদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

■ সংবাদ প্রেরক: শর্মিলা দাস,
উপ পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস
ফরিদপুর, রাজবাড়ী ও গোপালগঞ্জ জেলা

## খুলনা অঞ্চল

# ৪০২তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্স কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় ১৪-১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পুলেরহাট, যশোরে ৪০২তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্স কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কোর্সে খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে বেসিক কোর্স সম্পন্নকারী ৩৭ জন কাব স্কাউট ইউনিট লিডার অংশগ্রহণ করেন

উক্ত কোর্সে কোর্স লিডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন। কোর্সে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রশিক্ষণ বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ ইকবাল হাসান, জনাব মো: সেফাউল হোসেন (এ.এল.টি),জনাব হুমায়ন কবীর (এ.এল.টি),জানব কামরুন নাহার (এ.এল.টি),জনাব ইউনুচ আলী (এ.এল.টি) জনাব মনিরুল হক (সিএলটি),জনাব রাফেজা খাতুন টকি (সিএলটি) জনাব অজয় সরকার (উডব্যাজার)

৬দিন ব্যাপী অ্যাডভান্স কোর্সে প্রশিক্ষকগন বিভিন্ন প্রকার কাব স্কাউট কার্যক্রম, দল গঠন, কাব অভিযান, গেজেট তৈরি, তাঁবু পরিদর্শন, তাঁবু কলা, তাঁবুর বিভিন্ন অংশ পরিচিতি, তাঁবু খাটানো সহ বিভিন্ন বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন

বিনোদনের অংশ হিসাবে ক্যাম্প ফায়ারের মাধ্যমে উক্ত কোর্সটি সফলভাবে সমাপ্ত হয়।

■ সংবাদ প্রেরক: ইমরান খান
যশোর

# কাব স্কাউটস ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্স সম্পন্ন

গত ১৪/০৯/২০১৯ খ্রিঃ থেকে ১৯/০৯/২০১৯খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র লালমাই কুমিল্লায় ৬ দিন ব্যাপী কাব স্কাউটস ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সটি বাংলাদেশ স্কাউটস জাতীয় সদর দপ্তরের অনুদানে হয়েছে। কোর্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আঞ্চলিক কমিশনার জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম সরকার এলটি। কোর্সে মোট প্রশিক্ষক ছিলেন ১০জন, প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল ৪৪ জন। মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন ০৯জন এবং পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন ৩৫ জন। কুমিল্লা অঞ্চলের ৬ জেলা থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগন এই কোর্সে অংশগ্রহণকরেন। কোর্সের কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন জনাব কবির আহাম্মদ এলটি, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস লক্ষ্মীপুর জেলা। কোর্স স্টাফদের মধ্যে ছিলেন জনাব মোঃ মোজাম্মেল হোসেন এলটি, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস নোয়াখালী জেলা। মোঃ জসিম উদ্দীন পাঠান, এএলটি, জনাব মোঃ শাহআলম সিএএলটি, জনাব মোঃ মনিরুজ্জামন সিএএলটি, জনাব মোঃ ইকবাল হুসাইন সিএএলটি, জনাব উম্মে হানি সিএএলটি, জনাব পূরবী বড়ুয়া সিএএলটি, জনাব সাইদ মোঃ দেলোয়ার হোসেন সিএএলটি, জনাব মোঃ শাহজাহান সিদ্দিকী সিএএলটি। কোর্সটি সভলভাবে আনন্দদায়ক পরিবেশে পরিচালিত হয়েছে। অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত এই কোর্সের অন্যতম আকর্ষনীয় বিষয় ছিল কাব অভিযান ও কাব কার্নিভাল নামক বিশেষ প্যাকমিটিং। এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে প্রশিক্ষণার্থীগন বেশ আনন্দ উপভোগ করেন। কোর্স পরিদর্শনে এসেছেন জাতীয় উপকমিশনার (প্রশিক্ষণ) স্কাউটার জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন এলটি (পিআরএসপ্রাপ্ত), জনাব মফিজুল ইসলাম সরকার এলটি আঞ্চলিক কমিশনার, জনাব আবু নোমান সরকার এলটি আঞ্চলিক উপকমিশনার (প্রশিক্ষণ) কুমিল্লা অঞ্চল, জনাব মোঃ ওয়াহিদ উল্লাহ সরকার এলটি আঞ্চলিক উপকমিশনার (প্রোগ্রাম) কুমিল্লা অঞ্চল, জনাব স্বপন কুমার দাস এলটি আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস কুমিল্লা অঞ্চল। প্রশিক্ষণার্থীগন খুব আন্তরিকতার সাথে এই কোর্সের সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণার্থীগন তাদের পরবর্তী কোর্স স্কীল কোর্স করার জন্য ২০/০৯/২০১৯ থেকে ২৩/০৯/২১০৯ পর্যন্ত লালমাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অবস্থান করবেন।

■ খবরপ্রেরক: কবির আহাম্মদ এলটি
জেলা সংবাদদাতা,লক্ষ্মীপুর

> কোন বালককে আত্মনির্ভর করা এবং জীবন যুদ্ধে তাকে যোগ্য করে তোলার জন্য দুনিয়াতে স্কাউটিং হল সর্বোত্তম জিনিস।
>
> —ইয়ার্ন ফর বয় স্কাউটস

# জুড়ীতে সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিবেশমন্ত্রী শাহাব উদ্দিন: আগামী বছর সারাদেশে একসাথে এক কোটি বৃক্ষ রোপণ করা হবে

মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলা স্কাউটস কর্তৃক আয়োজিত সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্প ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বন পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন এমপি বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলার একমাত্র মাধ্যম হলো বৃক্ষরোপণ। তিনি বলেন, আগামী বছর সারা দেশে একযোগে এক কোটি বৃক্ষরোপণ করা হবে। এই কর্মসূচিতে জুড়ী উপজেলার সকল স্কাউট সদস্যদের অংশগ্রহণ কামনা করেন তিনি।

উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতা বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মোঃ মাহবুবুল ইসলাম কাজল ও উপজেলা যুবলীগ সভাপতি মামুনুর রশিদ সাজুর যৌথ সঞ্চালনায় ও উপজেলা স্কাউটের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার অসীম চন্দ্র বণিকের সভাপতিত্বে গত ০৪ সেপ্টেম্বর বুধবার জুড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলায় বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আমাকে বাংলাদেশে এই দায়িত্বটি দিয়েছেন। আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি এই দায়িত্বটি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারি। মন্ত্রী বলেন, একনেক সভায় প্রধানমন্ত্রী স্কাউটের উন্নয়নে সাড়ে তিন শত কোটি টাকার একটি প্রকল্প বরাদ্দ দিয়েছেন।

সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক নাজিয়া শিরীন, পুলিশ সুপার ফারুক আহমদ বিপিএম (বার), বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার কাজী নাজমুল হক নাজু, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের সম্পাদক মোঃ মহিউল ইসলাম (মুমিত), কোষাধ্যক্ষ স.ব.ম দানিয়াল, মৌলভীবাজার জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক মিছবাহউর রহমান, জুড়ী উপজেলা (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান রঞ্জিতা শর্মা, উপজেলা আওয়ামী লীগ আহবায়ক বদরুল হোসেন, যুগ্ম আহবায়ক মাসুক আহমদ, জুড়ী উপজেলা স্কাউটসের কমিশনার ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিংকু রঞ্জন দাশ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জুড়ী উপজেলা স্কাউটের উন্নয়নে নগদ এক লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করেন। বিভিন্ন স্কুলের স্কাউট সদস্যরা দিনভর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান, নৃত্য ও পরিবেশনা উপস্থাপন করে অতিথি ও দর্শকদের মাতিয়ে তুলে।

■ খবরপ্রেরক: খন্দকার মোঃ শাহনুর হোসেন
সিলেট জেলা প্রতিনিধি
বাংলাদেশ স্কাউটসের মুখপত্র "অগ্রদূত"

# সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে ৩৯০তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চল এর পরিচালনায় ও বাংলাদেশ স্কাউটস, কামারখন্দ উপজেলার ব্যবস্থাপনায় ৩৯০তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে জামতৈল ধোপাকান্দি সরকারি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী ৭টি উপদলে ভাগ হয়ে অংশগ্রহন করে। উদ্বোধণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কামারখন্দ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম।

প্রথমে ওরিয়েন্টেশন কোর্সের উদ্দেশ্য এবং স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস ও পটভূমি নিয়ে আলোচনা করেন কোর্স লিডার জনাব মো: খালেকুজ্জামান-সিএলটি। স্কাউটের মৌলিক বিষয় নিয়ে স্কাউটার মো: হামজার রহমান শামীম-এএলটি, আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে স্কাউটার মো: রেজোয়ানুল হক-এএলটি, বিভিন্ন শাখার প্রোগ্রাম নিয়ে স্কাউটার স্কাউটার মো: জহুরুল ইসলাম এবং প্যাক, ট্রুপ, ক্রু মিটিং নিয়ে স্কাউটার মো: জোবাইদা নাহার আলোচনা করেন। সর্বশেষে সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে কোর্স লিডার ও স্টাফগণ কর্তৃক সনদ পত্র বিতরণ করা হয়। ১ মাস পরে বেসিক কোর্সে অংশগ্রহনের আহবান জানিয়ে কোর্স লিডার কোর্সের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

■ বার্তা প্রেরক: মো: হামজার রহমান শামীম
উপ পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস
রাজশাহী অঞ্চল

# ৩৯১তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চল এর পরিচালনায় ও বাংলাদেশ স্কাউটস, মহাদেবপুর উপজেলার ব্যবস্থাপনায় ৩৯১তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স ১৬সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে মহাদেবপুর সবমঙ্গলা উচ্চ বিদ্যালয়, মহাদেবপুর, নওগাঁতে অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে ৪৬জন প্রশিক্ষণার্থী ৬টি ষষ্ঠকে যথাক্রমে লাল, সবুজ, হলুদ, গোলাপী, কালো, নীল ভাগ হয়ে অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহাদেবপুর উপজেলার উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব মো: জোবায়ের হোসেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জনাব মো: হাবিবুর রহমান সহ সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ।

প্রথমে ওরিয়েন্টেশন কোর্সের উদ্দেশ্য এবং স্কাউটের মৌলিক বিষয় নিয়ে স্কাউটার মো: হামজার রহমান শামীম-এএলটি । স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস ও পটভূমি নিয়ে আলোচনা করেন জনাব মো: মকবুল হোসেন। আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে স্কাউটার মো: হামজার রহমান শামীম, বিভিন্ন শাখার প্রোগ্রাম নিয়ে স্কাউটার স্কাউটার মো: মকবুল হোসেন এবং প্যাক, ট্রুপ, ক্রুমিটিং নিয়ে স্কাউটার তপন কুমার দেবনাথ আলোচনা করেন। সর্বশেষে সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে কোর্স লিডার মো: হামজার রহমান শামীম ও স্টাফগণ কর্তৃক সনদপত্র বিতরণ করা হয়। ১মাস পরে বেসিক কোর্সে অংশগ্রহণের আহবান জানিয়ে কোর্স লিডার কোর্সের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

■ বার্তা প্রেরক: মো: হামজার রহমান শামীম
উপ পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস
রাজশাহী অঞ্চল

"যে লোক তার বিবেক ও
তার লজ্জা ছাড়া তার নিজেকে,
তার রাগ, তার ভয়, তার
লোভ—সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে
পারে সে ভদ্রলোক হওয়ার যোগ্যতা
রাখে।"

—রোডারিং টু সাকসেস

# আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের নবাগত রোভারদের ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন



আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের অরিয়েন্টেশনে বক্তব্য রাখছেন- রেজিস্ট্রার কর্ণেল(অবঃ) মোহাম্মদ কাসেম,পিএসসি

সেবার প্রত্যয় নিয়ে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের নবাগত রোভার সহচরদের অরিয়েন্টেশন গত ১সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রুপ সম্পাদক স্কাউটার আবু জাফর মোঃ ইমরানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আইআইইউসির রেজিস্টার কর্ণেল (অবঃ) মোহাম্মদ কাসেম, পিএসসি। প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা রোভার স্কাউটসের সম্পাদক অধ্যাপক মোঃ ফজলুল কাদের চৌধুরী এএলটি। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন-আইআইইউসির স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডিভিশন এর পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ,জেলা রোভারের প্রচার ও প্রকাশনা কমিটির সচিব ও সিআরসিডি মুক্ত রোভার গ্রুপের সম্পাদক স্কাউটার মোহাম্মদ এনাম,হাজেরা তজু ডিগ্রী কলেজ রোভার গ্রুপের সম্পাদক স্কাউটার মোঃ গিয়াস উদ্দীন, আইআইইউসি স্টুডেন্ট অ্যাম্বাসেডর আবু নাসের জুয়েল ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রোভার গ্রুপের প্রাক্তন সিনিয়র রোভার মেট রোভার ফারুক আজম প্রমূখ। ওরিয়েন্টেশনে বিশ্ববিদ্যালয়েরর বিভিন্ন অনুষদের ৫০জন নবাগত রোভার সহচর অংশগ্রহণ করেন। ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে সেশনের পাশাপাশি আইআইইউসি রোভার গ্রুপের বিগত দিনের বিভিন্ন কার্যক্রম ও কৃতিত্ব অর্জনের ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

■ খবর প্রেরকঃ স্কাউটার মোহাম্মদ এনাম

# চট্টগ্রাম জেলা রোভারের ৭৮তম স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স সম্পন

বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চলের

লিডার বেসিক কোর্সের সনদ প্রদান করছেন প্রশিক্ষকবৃন্দরা

সহযোগীতায় এবং চট্টগ্রাম জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় ৫ দিনব্যাপী ২৪-২৮সেপ্টেম্বর ৭৮তম স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স ন্যাশনাল পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম জেলা রোভারের আওতাধীন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারী কলেজ, মাদ্রাসা ও মুক্ত দল সহ ৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্টানের রোভার ও গার্ল ইন রোভাররা কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। কোর্সের মহাতাবু জলসা অনুষ্টানে প্রধান অতিথি ছিলেন-ন্যাশনাল পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দি পিপলস ভিউ পত্রিকার সম্পাদক সাংবাদিক উসমান গণি মনসুর।অনুষ্টানের ১ম পর্ব জেলা রোভারের সম্পাদক অধ্যাপক মোঃ ফজলুল কাদের চৌধুরীর পরিচালনায় ও কোর্স লিডার মোঃ রুহুল আমিন খানের সভাপতিত্বে এতে আরো বক্তব্য রাখেন জেলা রোভারের সিনিয়র সহসভাপতি অধ্যক্ষ দবির উদ্দীন খাঁন, জেলা রোভারের ভারপ্রাপ্ত কমিশনার অধ্যাপক এ জেড এম বোরহান উদ্দীন, সহঃকমিশনার প্রফসর মোঃ জসিম উদ্দীন খাঁন, অধ্যাপক মোঃ দিদারুল আলম, অধ্যাপক মোঃ উমর ফারুক, জেলা রোভারের যুগ্ন সম্পাদক মোঃ গিয়াসুদ্দীন পিআরএস, ডিআরএসএল আফজর রহমান। অনুষ্ঠানের ২য় পর্ব কোর্সের প্রশিক্ষক স্কাউটার মোহাম্মদ এনামের সঞ্চালনায় এতে ক্যাম্প ফায়ার সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রশিক্ষক মোফাজ্জল আহমদ, শাহরিয়ার আজাদ। তাবুজলসা অনুষ্টানে রোভার ও গার্ল ইন রোভাররা দেশীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরিবেশনা করেন।

■ খবর প্রেরকঃ স্কাউটার মোহাম্মদ এনাম

# কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ রোভার স্কাউটের আয়োজনে সহচর দীক্ষা ও অধ্যক্ষ সংবর্ধনা।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ রোভার স্কাউটের আয়োজনে সহচর দীক্ষা ও অধ্যক্ষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান লালমাই আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংবর্ধিত অথিতি ছিলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ও কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের সভাপতি প্রফেসর মোঃ রুহুল আমিন ভূইঁয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক প্রফেসর বিজয় কৃষ্ণ রায়, প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা জেলা রোভারের কমিশনার ও কুমিল্লা অজিত গুহ মহা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হাসান ইমাম মজুমদার ফটিক। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট লিডার প্রফেসর কাজী মোঃ মজিবুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সহকারী রোভার স্কাউট লিডার গোলাম জিলানী, সিনিয়র রোভারমেট রাসেল সরকারের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে শুরুতে নবাগত অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ রুহুল আমিন ভূঁইয়াকে ফুল ও ক্রেস্ট এর মাধ্যমে বরণ করে নেওয়া হয়। উপস্থিত সকল অতিথিদেরকে ফুলের শুভেচ্ছা জানানোর পর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা জেলা

রোভারের সম্পাদক অধ্যাপক মোঃ আবু তাহের, জেলা রোভারের সহকারী কমিশনার উপাধ্যক্ষ মোস্তাক আহমেদ, গৌরীপুর মুন্সী ফজলুর রহমান সরকারি কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক গোলাম কিবরিয়া খন্দকার, কুমিল্লা জেলা রোভারের যুগ্ম সম্পাদক ও কুমিল্লা মডেল কলেজের অধ্যক্ষ মহি উদ্দিন লিটন, বরুড়া শহীদ স্মৃতি সরকারি কলেজের গার্লস ইন রোভার স্কাউট লিডার রাবেয়া খানম, গার্লস ইন সিনিয়ার রোভারমেট তানজিলা জাহান সুরভী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক সিনিয়র রোভারমেট আব্দুল হালিম, নাহিদা আক্তার, জিয়াউল হক মোহন, গোলাম সারোয়ার, আকলিমা আক্তার, নাজরিন সুলতানা জুমু। দিক্ষা অনুষ্ঠান শেষে আমেনা বেগম মিলি, নাজমুস সাকিব বিন মোস্তফার যৌথ উপস্থাপনায় মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২দিন ব্যাপি অনুষ্ঠানের সমাপ্ত হয়।

ক্যাপশন: কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের রোভার স্কাউট গ্রুপের সহচর দীক্ষা অনুষ্ঠান শেষে কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ রুহুল আমিন ভূইঁয়া, প্রফেসর বিজয় কৃষ্ণ রায়, জেলা রোভারের কমিশনার অধ্যক্ষ হাসান ইমাম মজুমদার, আর.এস.এল প্রফেসর কাজী মোঃ মজিবুর রহমান সহ অতিথি ও দীক্ষা প্রাপ্ত রোভার বৃন্দ।

■ খবর প্রেরকঃ নিজস্ব প্রতিবেদক

# কুমিল্লায় রোভার স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টশন কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস- কুমিল্লা জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনার ২৫৬তম রোভার স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টশন কোর্স কুমিল্লা অজিতগুহ মহাবিদ্যালয় অডিটোরিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ও কুমিল্লা জেলা রোভারের সভাপতি মোঃ আবুল ফজল মীর, প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসাবে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা রোভরের সহ-

লয়ে কুমিল্লা জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় ২৫৬তম স্কাউটিং বিষ
বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক মোঃ আবুল ফজল মীর । এ সময়
রম্যান এডভোকেট আমিনুল ইসলাম টুটুল,কোর্স পরিচালক প্রফে
রেন জেলা রোভারের কমিশনার অধ্যক্ষ হাসান ইমাম মজুমদার।

সভাপতি এডভোকেট মোঃ আমিনুল ইসলাম টুটুল, জেলা রোভারের কমিশনার ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য অধ্যক্ষ হাসান ইমাম মজুমদার ফটিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা রোভারের সম্পাদক অধ্যাপক মোঃ আবু তাহের, কোর্স পরিচালক ও বাংলাদেশ স্কাউট এর লিডার ট্রেইনার প্রফেসর মোজাহেদ হোসাইনের পরিচালনায় ওরিয়েন্টশন কোর্সে প্রশিক্ষক ছিলেন রোভার অঞ্চলের উপ-পরিচালক আবুল খায়ের এলটি, কুমিল্লা জেলা রোভারের যুগ্ম সম্পাদক অধ্যক্ষ মোঃ মহিউদ্দিন লিটন। কোর্সে এ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা জেলা রোভারের সহ-সভাপতি সাংবাদিক মাসুক আলতাফ চৌধুরী, জেলা রোভারের সহকারি কমিশনার ফরিদ উদ্দিন সিদ্দিকী, কুমিল্লা অজিতগুহ মহাবিদ্যালয় উপাধ্যক্ষ ও সহকারী কমিশনার মোস্তাক আহাম্মদ, কোষাধ্যক্ষ সুলতান মোঃ ইলিয়াস শাহ, কোর্সে স্কাউট আন্দোলনের মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, নীতি, রোভার প্রোগ্রাম সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। এছাড়াও রোভার নেতার দায়িত্ব ও কর্তব্য, স্কাউট আন্দোলনের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হয়। কোর্সে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যাল, কলেজ , মাদ্রাসা থেকে ৫৫ জন প্রশিক্ষানার্থী অংশগ্রহণ করে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রোভার স্কাউট লিডার মাহবুব আলম, ফারজানা আক্তার, ইয়াছিনুর রহমান ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি রাসেল সরকার, কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপের সিনিয়র রোভারমেট জুবায়ের প্রমুখ।

■ খবর প্রেরকঃ নিজস্ব প্রতিবেদকঃ

# জবি রোভার স্কাউট গ্রুপের দীক্ষা ক্যাম্প ও তাঁবুবাস সম্পন্ন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) রোভার স্কাউট গ্রুপের তিন দিনব্যাপী বার্ষিক তাঁবুবাস, দীক্ষা ক্যাম্প ও ব্যাজ প্রদান অনুষ্ঠান ২০১৯ সম্পন্ন হয়েছে। গত শনিবার সকাল ৮টায় আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লালমাই, কুমিল্লায় একশত পাঁচজন সহচরকে তিন দিনব্যাপী ক্যাম্প শেষে দীক্ষা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে জবি রোভার ইন কাউন্সিলের সভাপতি মো. আহসান হাবীবের ব্যবস্থাপনায়, সাধারণ সম্পাদক মো. ইমতিয়াজ মাহমুদের সঞ্চালনায় জবি রোভার স্কাউট গ্রুপের সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. মনিরুজ্জামান খন্দকার এই দীক্ষা প্রদান করেন।

০৬ সেপ্টেম্বর রাতে ক্যাম্পের মহা তাঁবুজলসায় জবি রোভার ইন কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ইমতিয়াজ মাহমুদ ও যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মো. সাঈদ মাহাদী সেকেন্দারের সঞ্চালনায় আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, কুমিলা অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক স্বপন কুমার দাস।

এসময় জবি রোভার-ইন-কাউন্সিলের সাবেক সভাপতি মো. আরিফুল ইসলাম, শেখ সাদ আল জাবের শুভ; সাধারণ সম্পাদক রিজু আহামেদ এবং মো. এনামুল হাসান কাওছারকে দীক্ষা ক্যাম্পের শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করা হয়।

রোভার আলামিনকে বিগত কাউন্সিলের শ্রেষ্ঠ সিনিয়র রোভার মেট এর সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। একুশবার স্বেচ্ছায় রক্তদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মো. আহসান হাবীবকে শ্রেষ্ঠ রক্তদাতা সম্মাননাসহ ছয়বারের অধিক রক্তদানকারী আরো পাঁচজনকে রক্তদাতা সম্মাননা প্রদান করা হয়।

এছাড়াও শ্রেষ্ঠ সহচর ও জিনিয়াস সহচরকে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এর আগে ০৫ সেপ্টেম্বর জবি রোভার-ইন-কাউন্সিলের সম্মানিত সদস্য ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. এনামুল হাসান কাওছার এর সঞ্চালনায় ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জবি ট্রেজারার

অধ্যাপক মোঃ সেলিম ভূঁইয়া।

এসময় রোভারিং এর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ও একাডেমিক ফলাফলে স্ব স্ব বিভাগে ১ম স্থান অধিকারী সাদিয়া আখতার, মো. এনামুল হাসান কাওছার, সোনিয়া আক্তার পুষ্প; ২য় স্থান অধিকারী সাইদ মাহাদী সেকেন্দার এবং ৩য় স্থান অধিকারী মো. ইব্রাহিম কে মেধাবী ও কৃতী রোভার স্কাউট সম্মাননা প্রদান করা হয়।

■ খবর প্রেরকঃ জবি সংবাদদাতা

## সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড অর্জনের কৌশল বিষয়ক ওয়ার্কশপ ও স্যানিটেশন কর্মসূচি

২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ, শুক্রবার খুলনার এম এ মজিদ ডিগ্রি কলেজ, দিঘলিয়ার বাংলাদেশ স্কাউটস খুলনা জেলা রোভার আয়োজন করে সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড অর্জনের কৌশল বিষয়ক ওয়ার্কশপ ও স্যানিটেশন কর্মসূচির। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক উপ কমিশনার শিকদার রুহুল আমীন, খুলনা জেলা রোভার এর সহ সভাপতি মো. জিল্লুর

রহমান এবং মির্জা নুরুজ্জামান, খুলনা জেলা রোভার কমিশনার এ মজিদ খান, খুলনা জেলা রোভার সম্পাদক মাহমুদ হোসেন, লিডার ট্রেনআর তাপস কান্তি সমাদ্দার। এছাড়াও প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলী বিপ্রদাস ঢালী এবং বিভিন্ন কলেজের রোভার নেতাবৃন্দ ও ৭৫ জন রোভার।

উক্ত কার্যক্রমে সেশন ক্লাস, গৃহ ভিত্তিক স্যানিটেশন বিষয়ে জরিপ ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দুইটি বাড়িতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনে অংশগ্রহণ করে রোভার ও গার্ল ইন রোভার বৃন্দ।

## যানজট নিরসনে রোভারদের সেবাদান

ঈদ মৌসুমে সারা দেশে যানজট এর মাত্রা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের অন্যতম ব্যস্ত নগরী ময়মনসিংহ। ঈদে ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানে যানজট লক্ষ্য করা যায়। যানজট নিরসনে পুলিশ এবং ট্রাফিক পুলিশের সাথে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সেবাদান করেন রোভার সদস্যরা।

৬-৯ আগষ্ট ২০১৯ এবং ১১ আগষ্ট ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত, যানজট নিরসন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন, ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপ, স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ এবং কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপ এর সদস্যরা।

রোভার সদস্যরা ময়মনসিংহ নগরীর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট গাঙ্গিনারপাড় মোড়, চরপাড়া মোড়, তাজমহল মোড়, ব্রিজ মোড়ে পুলিশ এবং ট্রাফিক পুলিশের সহায়তায় যানজট মুক্ত করতে চেষ্টা করেন। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে রাস্তা পারাপারে সহায়তা, ভারি বোঝা বহন এবং গাড়িতে উঠিয়ে দিতেও সহায়তা করেন রোভার সদস্যরা।

রোভার সদস্যদের কাজে মুগ্ধ হয়ে সাধারণ মানুষ প্রশংসা করেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

■ খবর প্রেরকঃ মোঃ সাকিব, পিএস
অগ্রদূত সংবাদদাতা, ময়মনসিংহ

## রংপুরে ২৫০ তম রোভার স্কাউট লিডার ওরিয়েন্টেশন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের পরিচালনায় রংপুর জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় ২৫০ তম রোভার স্কাউট লিডার ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত।

৪ সেপ্টেম্বর বুধবার সকাল ৯টায় সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ রংপুরে উক্ত কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোর্স লিডার হিসেবে ছিলেন রোভার অঞ্চলের সহকারী লিডার ট্রেনার ও রংপুর জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর মোঃ মোফাখ্খারুল ইসলাম। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর লিডার ট্রেনার প্রফেসর ড. আরেফিনা বেগম, সহকারী লিডার ট্রেনার ও রংপুর জেলা রোভার লিডার মোঃ হাবিবুর রহমান, কোর্স সমন্বয়কারী ও রংপুর জেলা রোভারের সম্পাদক মোঃ তহিদুল ইসলাম।

আরও উপস্থিত ছিলেন রংপুর বিভাগীয় রোভার নেতা প্রতিনিধি কাজী জাকিউল ইসলাম সহ সিনিয়র রোভার মেট বৃন্দ।

কোর্সে প্রশিক্ষনার্থী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষিকা মোট ৫৪ জন। কোর্সটি রেজিষ্ট্রেশনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়ে উপদল ভিত্তিক দিনব্যাপী বিভিন্ন সেশনে আনন্দঘন পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহন করেন প্রশিক্ষনার্থীরা।

সেশন হিসেবে ছিল রোভারিং কি এবং কেনো,সাংগঠনিক কাঠামো, ইউনিট লিডারের দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য, ক্রু মিটিং, দলীয় শৃঙ্খলা, মাই প্রোগ্রেস, রোভার প্রোগ্রাম।

বেলা ৪ টায় সামিংআপের পর আনুষ্ঠানিক ভাবে সনদপত্র বিতরণের মাধ্যমে কোর্স লিডার কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

■ খবর প্রেরকঃ মোঃ আবু হাসনাত
অগ্রদূত প্রতিনিধি, রংপুর জেলা রোভার

# আপনার সন্তান কেন স্কাউট হবে?

- স্কাউটিং নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করে
- স্কাউটিং চরিত্র গঠনে সহায়ক
- স্কাউটিং সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং শরীর সুস্থ্য ও সবল করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের চৌকষ করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুযোগ সৃষ্টির করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিনয় ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের কর্মঠ ও শ্রমের মর্যাদা শেখায়
- স্কাউটিং সমাজ হিতৈষী নাগরিক সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের পরোপকারী ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের অবসর গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

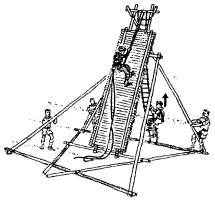

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 63, Issue 09, September 2019


ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

# পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

## POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

*(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)*

**ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার**

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।


Editor: Md. Abdul Haque, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9663578